জাতি–ধর্ম–যুগে
নিরাপত্তা ও কল্যাণের ধারণা

মোঃ শরিফুল ইসলাম



জাতি-ধর্ম-যুগে

নিরাপত্তা ও কল্যাণের ধারণা

জাতি-ধর্ম-যুগে

নিরাপত্তা ও কল্যাণের ধারণা

মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম

নিরাপত্তা ও কল্যাণের ধারণা

প্রথম প্রকাশ
২০২৩

প্রকাশক
দামিনী প্রকাশ

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
মোঃ মোশাররফ হোসেন

মুদ্রণ
এস জি এস এন্টারপ্রাইজ
৬৯-৬৯/এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা- ১০০০
বাংলাদেশ

মূল্য: ৫০০ টাকা, USD$ 15

Nirapotta & Kollaner Dharona
by Mohammad Shariful Islam
Cover designed by Md. Mosharrof Hossain
First published in 2023
by Daminee Prokash
MRP: Taka 500 / USD$ 15
ISBN: 978-984-35-3776-8
Printed in Bangladesh

মুসলমানদের জন্য

একটি দিক নির্দেশনা মূলক বই

উৎসর্গ

আমার সহধর্মিনী

যাঁর অনুপ্রেরণা এ বইয়ের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে

সূচিপত্র

সূচিপত্র

মুখবন্ধ

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের নামে শুরু করছি।

মানবজাতির জন্য মহান স্রষ্টার পক্ষ থেকে একটি বড় নেয়ামত হচ্ছে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা। তবে সেই নেয়ামত থেকে উপকার লাভের জন্য যেটি প্রয়োজন, সেটি হচ্ছে ইসলামী অনুশাসন শুদ্ধ ভাবে পালন ও অনুসরণ করা। কিন্তু সময়ের আবর্তনে কোন একটি অঞ্চলে ইসলামী কৃষ্টি সে অঞ্চলের অতীত কর্মপদ্ধতি বা কৃষ্টি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অনেকটা বিবর্তিত হতে দেখা যায়। এছাড়াও কোন অঞ্চলের কৃষ্টি অনেক সময় অন্য কৃষ্টির সাথে মিশে একাকার হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করি, মিশরের ফারাও যুগে কুদৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে কড়ি ব্যবহার করা হত।[১] আমাদের দেশে এখনো অনেকেই কড়িকে তাবিজ হিসেবে ব্যবহার করেন। কাজেই, সেটির শেকড় খুঁজে দেখা প্রয়োজন। আমাদের সমাজে আমরা ইসলামী পদ্ধতি বা কৃষ্টি মনে করে অনেক কিছুই করে থাকি যা প্রকৃত অর্থে অন্য কোন উৎস থেকে এসে থাকতে পারে। অথচ ইসলাম হচ্ছে তাইই যা কেবলমাত্র আল-কুরান এবং সহীহ বা বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা সমর্থিত। এর বাইরে যা কিছু, সেগুলি হতে পারে কোন আরব বা অন্য কোন অঞ্চল বা অন্য উৎস থেকে উদ্ভুত কৃষ্টি। এ কারণে কুরআন ও হাদিসের পর্যাপ্ত জ্ঞানের পাশাপাশি

---

১. Carol Andrews, Amulets of Ancient Egypt, British Museum Press, London, 1994, P. 42.

বিভিন্ন ধর্মের এবং বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতির কৃষ্টি বা পদ্ধতি সম্পর্কে জানা থাকা প্রয়োজন। তাহলেই ইসলাম সমর্থিত এবং ইসলাম বহির্ভূত বিষয়গুলিকে আলাদা করা সম্ভব হবে। আমি আমার নিজের আমলের শুদ্ধতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এ বিষয়সমূহ জানার চেষ্টা করেছি। যতটুকু জেনেছি বা বুঝেছি, তা লিখে রাখার চেষ্টা করেছি। অনেক বিষয় নয়। কেবলমাত্র নিরাপত্তা ও কল্যাণ সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও কালের যে সকল উপাদান আমি পেয়েছি, সেগুলি এখানে লিখেছি।

আমি দেখেছি বিভিন্ন ধর্ম ও জাতিতে বস্তু বা নকশা নিরাপত্তা ও কল্যাণ লাভ করার আশায় ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এরূপ অনেক নকশা বা বস্তুকে অনেকটা না বুঝেই আমাদের সমাজে অনেকেই ইসলাম সম্মত মনে করেন। কিন্তু প্রকৃত অর্থে ইসলাম এগুলোকে কোনোভাবেই সমর্থন করে না। বরং ইসলামের চর্চা হচ্ছে, বান্দা সর্বাবস্থায় নিরাপত্তা ও কল্যাণের জন্য তার রবের কাছেই চাইবে। আল্লাহর কাছে চাওয়ার ভাষা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরআন ও তার নবীর মাধ্যমে হাদিসের দ্বারা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন।

আমি চেষ্টা করেছি বিভিন্ন কৃষ্টি ধর্মের উপাদানসমূহকে সঠিকভাবে আমার স্বহস্তে অংকিত চিত্র সহ উপস্থাপন করতে যাতে করে ইসলামী কৃষ্টির নাম করে আমাদের সমাজে যে সমস্ত ভুল প্রচলিত আছে সেগুলি চিনতে ও বুঝতে অসুবিধা না হয়। সন্দেহের কোন অবকাশ না থাকে। সেগুলিকে যেন আমরা এড়িয়ে চলতে পারি। ইসলামের সঠিক পথ অবলম্বন করে ইহকালে ও পরকালে নিরাপত্তা ও কল্যাণ লাভ করে উপকৃত হতে পারি। আল্লাহ যেন আমাদেরকে তাওফীক দান করেন।

উল্লেখ্য, কেবলমাত্র বৈচিত্র আনার উদ্দেশ্যে আরো কিছু চিত্র স্বহস্তে অংকন করেছি। হয়তো পাঠকদের নিকট সেগুলি প্রাসঙ্গিক মনে হবেনা। লেখার মধ্যে হয়তো অনেক ভুল রয়ে গেছে, বানানের অসামঞ্জস্যতা রয়েছে, ইত্যাদি। আমি ভুলের উর্ধ্বে যাওয়ার ক্ষমতা রাখি না। একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা। এই বইতে সন্নিবেশিত কুরআন-হাদিস-দোয়া বিষয়ের আলোচনাসমূহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বই বা পত্রিকায় প্রকাশিত আলেমগণের লেখা থেকে সংগ্রহ করেছি। মূল বইটি হাতে লেখার কারণে আলেমগণের নাম লিখে রাখা হয়নি। পুস্তকটি ছাপানোর সিদ্ধান্ত নেয়ার পর চেষ্টা করেও অনেকগুলি নাম আর খুঁজে পাইনি। ফলে অনেকের নাম উল্লেখ করতে না পারার জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী। তাঁদের জ্ঞানের আলো এই পুস্তককে আলোকিত করেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন তাঁদের জ্ঞানের উত্তম প্রতিদান দান করেন। আমীন।

বইটি ছাপানোর উপযুক্ত কিনা সেটা জানার উদ্দেশ্যে অনেকের কাছে আমি এর একটি পান্ডুলিপি প্রেরণ করেছিলাম। অনেকেই সময় নিয়ে পান্ডুলিপিটি পড়ে আমাকে তাঁদের মতামত জানিয়েছিলেন। পরামর্শ দিয়েছিলেন। আমি পরবর্তিতে সে অনুযায়ী সংশোধন এবং পরিমার্জন করার চেষ্টা করেছি। গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেয়ার জন্য জনাব মোহাম্মদ আবদুর রহীম, ডাঃ মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন, জনাব মুহাম্মদ শামসুদ্দিন, জনাব আরিফ রনি এবং সুদুর অস্ট্রেলিয়ার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জনাব সাইফুল হাসানকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমার বন্ধু প্রতিম মো: মোশাররফ

হোসেন বইটির প্রচ্ছদ অলংকরণ করেছেন। এছাড়াও আমাকে বিভিন্ন সময়ে এ কাজে উৎসাহিত করছেন। তাঁর প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আল্লাহ যেন উত্তম প্রতিদান দান করেন। আমার সহধর্মিনীও যেন এ কাজের জন্য উত্তম প্রতিদান লাভ করেন। কারণ আমার সব কাজের মত এই কাজের জন্যও তাঁকে আমার পক্ষ থেকে অনেক বঞ্চিত করা হয়েছে। সব শেষে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকট শুকরিয়া জ্ঞাপণ করছি এ কারণে যে, তিনি আমাকে এ কাজ করার তাওফীক দিয়েছেন।

মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম



اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

আমি আল্লাহ নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।

আ'উযুবিল্লাহকে এক কথায় তাআ'উজ বলা হয়। যে শয়তানের কুমন্ত্রণায় আদম (আঃ) ও মা হাওয়াকে বেহেশত থেকে

বের হয়ে যেতে হয়েছিল, সেই শয়তান এই দুনিয়ায় পরীক্ষারত আদম সন্তানের সবচাইতে বড় শত্রু যাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। সূরা ইউসুফের ৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন,

إِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝

১ নিশ্চয়ই
২ জন্য
৩ শত্রু
৪ প্রকাশ্য

অর্থঃ নিশ্চয়ই শয়তানতো মানুষের প্রকাশ্য দুশমন।

মানুষের সাথে শয়তানের দুশমনি শুরু হয়েছিল আদম (আঃ) এর সময় থেকেই। শয়তান নিজেও জান্নাত থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। এই দুনিয়ায় শয়তানের সবচাইতে বড় কাজ হবে আদম সন্তানকে কুমন্ত্রণা দিয়ে বিপথে চালিত করা, যাতে করে আদম সন্তান জান্নাতে ফিরে যেতে না পারে। সূরা ইয়াসিনের ৬২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন,

وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا ۖ أَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ ۝

এবং নিঃসন্দেহে, সে পথভ্রষ্ট করেছে, তোমাদের মধ্যকার, বহু দলকে, অনেক, তারপরও না, তোমরা, বুঝবে/বুঝ

অর্থঃ শয়তান তোমাদের বহুদলকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছে; তবুও কি তোমরা বুঝনা?

সুতরাং বিতাড়িত শয়তানের বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আদম সন্তানকে ফিরে যেতে হবে আল্লাহর দিকে যিনি চাইলে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আমরা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারব। তাই এই দোয়া, যেখানে বান্দা আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে।

তাআ'উজের ফজিলত অনেক। আল্লামা ইবনে কাছীর রহমতুল্লাহি আলাইহির মতে, বেশি পরিমাণে তাআ'উজ পাঠের ফলে শয়তান দূরে সরে যেতে বাধ্য হয় এবং মানুষ আল্লাহর আশ্রয় লাভ করে।[২] সে কারণে সূরা আন-নাহল এর ৯৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে নির্দেশ দেন,

তখন আশ্রয় চাও — তুমি পাঠ কর — অতপর যখন

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ
مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝

বিতাড়িত/অভিশপ্ত — থেকে

অর্থঃ তুমি যখন কুরআন পাঠ করবে, তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইবে।

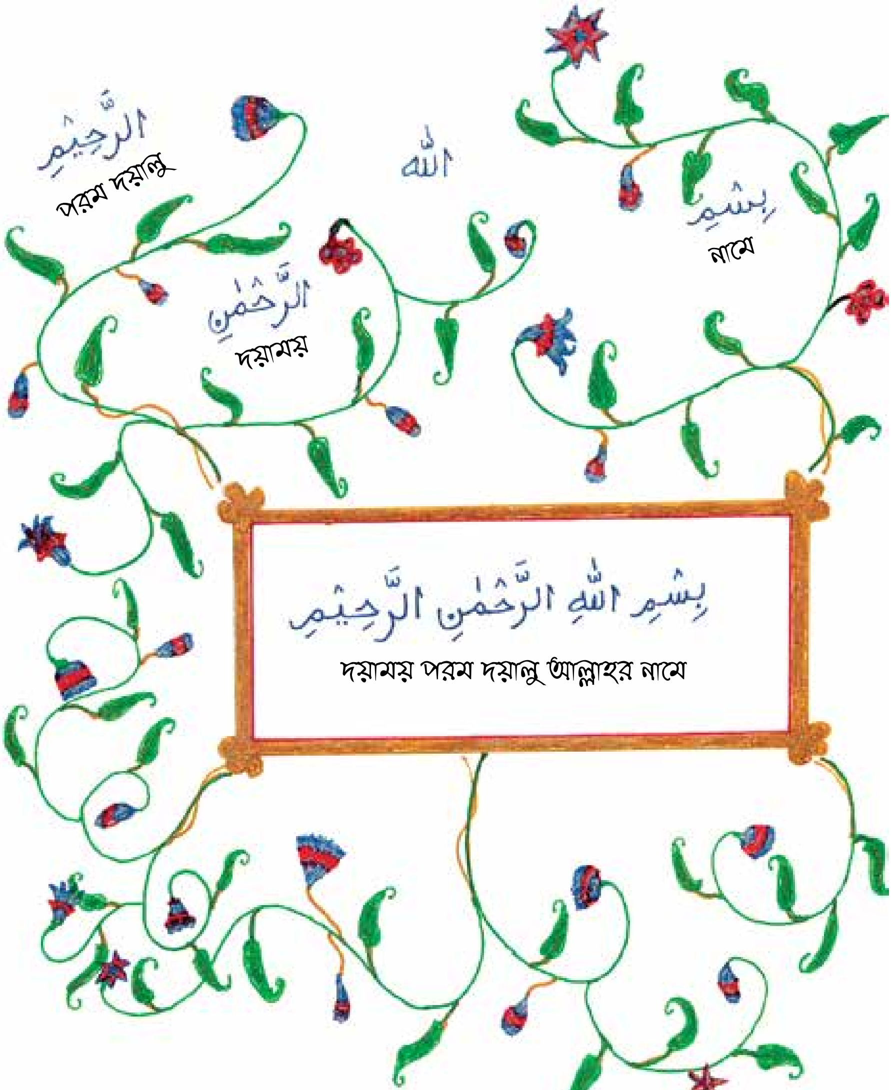
২. আল্লামা এমাদ উদ্দীন ইবনে কাছীর, তাফসীর ইবনে কাছীর, অনুঃ হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, খণ্ড ৯, আল কোরআন একাডেমী পাবলিকেশন্স, ২০১৮, পৃঃ ৮৩-৮২।

ক্রোধের প্রতিক্রিয়া প্রশমনের জন্য বান্দাকে অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইতে হবে। এ প্রসঙ্গে মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদিস সুনান আবু দাঊদে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, দুই ব্যক্তি রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে পরস্পরকে গালি দিতে লাগলো। তাদের একজনের রাগ এত চরমে উঠল যে আমার মনে হচ্ছিল রাগের প্রচন্ডতায় বোধ হয় তার নাক ফেটে যাবে। রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি এমন একটি বাক্য জানি যা বললে রাগ এর প্রতিক্রিয়া চলে যাবে। তখন মু'আয (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সেই বাক্যটি কী? তিনি বললেন, সে বলবে, "হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট অভিশপ্ত শয়তান থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।" মূল হাদিসে নবীজীর ভাষায় আরবিতে দোয়াটি নিম্নরূপঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۝

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট অভিশপ্ত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।





بِسْمِ
নামে
الله
الرَّحْمٰنِ
দয়াময়
الرَّحِيْمِ
পরম দয়ালু
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

এ ব্যাপারে মতভেদ থাকলেও কারো কারো মতে **'বিসমিল্লাহ'** সূরা ফাতিহার অংশ। সে বিষয়ে না গিয়ে 'বিসমিল্লাহ' এর ফজিলত এখানে লিখে রাখার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকাই সমীচীন মনে করছি।

ইবনে কাছীর একটি হাদিস বর্ণনা করেন যেখানে রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ঈসা (আঃ) এর শিক্ষকের সূত্রে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম' এর ফজিলত উল্লেখ করেন।[৩] এর মধ্যে আল্লাহর নাম ও তাঁর দুটি সিফাতের উল্লেখ আছে। اللّٰه সকল প্রভুর প্রভু যাঁর নামে (কোন কাজ আরম্ভ করা হয়)

الرَّحْمٰنِ যিনি দুনিয়া ও আখেরাতের করুণা দাতা এবং

الرَّحِيْمِ আখেরাতে কৃপা বর্ষণকারী।

সুতরাং এই আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ যিনি সকল প্রভুর প্রভু, দুনিয়া ও আখেরাতের করুণা দাতা এবং আখেরাতে কৃপা বর্ষণকারী, তাঁর নামে কাজ শুরু করার মাধ্যমে তাঁর নিকট করুণা ও কৃপা ভিক্ষা ও আশা করা হয়।

এখন দেখে নেই এই আয়াতের মধ্যে নিহিত কল্যাণ। আব্দুল করিম কবীর ইবনে মো'আফী ইবনে ইমরান ও ইমাম ইবনে মারদুইয়া হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, 'বিসমিল্লাহ' আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার

---

৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৯-৯০।



পর মেঘ পূর্ব দিকে সরে গেল, বায়ুপ্রবাহ বন্ধ হয়ে গেল, সমুদ্র তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ হলো, চতুষ্পদ প্রাণীকুল উৎফুল্ল হলো, অগ্নিপিণ্ড নিক্ষেপের দ্বারা আকাশ শয়তান মুক্ত হলো এবং আল্লাহ

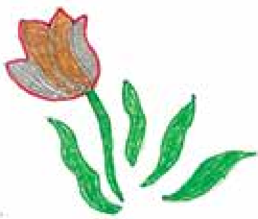
তা'আলা তাঁর মর্যাদা ও পরাক্রমের শপথ করে বললেন, তাঁর এই নাম যেখানে পাঠ করা হবে, সেখানেই তিনি বরকত দান করবেন।[৪] এটি ছাড়াও ইবনে কাছীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থে ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদিস উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, যদি কেউ জাহান্নামের ১৯ দারোগার হাত থেকে আল্লাহর রহমতে মুক্তি পেতে চায়, তাহলে সে যেন بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম) পাঠ করে। আল্লাহ তা'আলা এর এক এক হরফকে এক এক দারোগার হাত থেকে মুক্তি দানকারী বানাবেন।[৫]

রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সাওয়ারিতে ছিলেন। ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন, সাওয়ারির সাথি বলেন, রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহ তাঁর সাওয়ারি হোঁচট খেলো। আমি বলে উঠলাম 'শয়তানের সর্বনাশ হোক।' রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'শয়তানের সর্বনাশ হোক কথাটি বলিও না। সেটা বললে শয়তান গর্বে ফুলে ওঠে এবং মনে করে আমিই (শয়তান) তাকে (রাসূলাল্লাহ) নিজ ক্ষমতায় ফেলে দিয়েছি।' কিন্তু যদি بِسْمِ اللهِ (বিসমিল্লাহ) পাঠ করো, তাহলে সে দুঃখ ও সংকোচে ছোট্ট মাছির মত হয়ে যাবে। এছাড়াও ইবনে কাছীর উল্লেখ করেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, بِسْمِ اللهِ বিসমিল্লাহ ছাড়া কোনও কাজ শুরু হলে তা বরকত শূন্য থাকে।[৬]

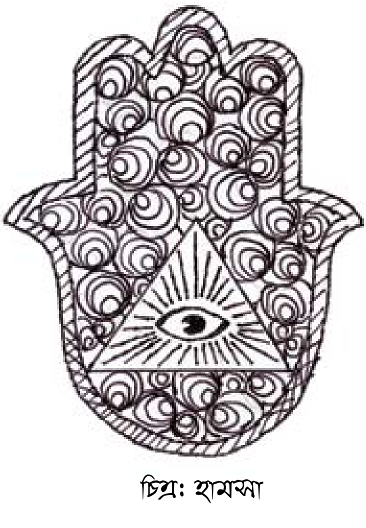
৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯০।

৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯০।

৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯১।



যেখানে আমি আ'উযুবিল্লাহ্ পাঠ করার মাধ্যমে বিতাড়িত শয়তান থেকে নিরাপত্তা চাইছি এবং বিসমিল্লাহ্ পাঠ করার মাধ্যমে আমার এই কাজে মহান রাব্বুল আ-লামিনের নিকট থেকে রহমত ও বরকত লাভ করার প্রত্যাশা করছি, সেখানে অতীতে ও বর্তমানকালে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় সকল জাতি-ধর্মের মানুষ তাদের তৈরি নিজস্ব পদ্ধতিতে নিরাপত্তা ও কল্যাণ লাভের প্রত্যাশা করেছে এবং করছে।[৭] এরূপ কিছু পদ্ধতি, যেগুলি মানুষ বিশ্বাসের সাথেই ব্যবহার করত এবং হয়তো এখনও করে, সেগুলি এই অংশে যতটুকু সম্ভব হয়েছে, ততটুকু তুলে ধরেছি।



চিত্র: হামসা

হামসা একটি হিব্রু শব্দ। হিব্রু ভাষায় חמסה এভাবে লেখা হয়। আরবি ভাষাভাষীদের কাছে এটি খামসা (خَمْسَةٌ)নামে পরিচিত। বাংলায় একে পাঞ্জা বলা যেতে পারে। এটি একটি অতি প্রাচীন প্রতীক বা নকশা। যদিও অনেকে এটিকে সৌভাগ্য এবং সাফল্যের

৭. Carol Andrews, Amulets of Ancient Egypt, British Museum Press, London, 1994, P. 6.

প্রতীক হিসেবে মনে করেন, এটিকে মূলত একটি নিরাপত্তা বিধানকারি নকশা হিসেবে এর ব্যবহারকারীরা বিশ্বাস করে থাকে।[৮] এটির মাঝে একটি চোখ লক্ষ্য করা যায়। মনে করা হয় যে, সেটি ক্ষতিকর দৃষ্টিকে প্রতিহত করে নকশাটির বহনকারীকে নিরাপদ রাখে।[৯] দাবী করা হয় যে, চোখটি প্রাচীন মিশরীয়দের বিশ্বাসমতে দেবতা হোরাসের চোখের ধারণা থেকে উদ্ভুত যার সম্পর্কে এই বইয়ের পরবর্তী অংশে আলোচনা করা হয়েছে।[১০]

গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, এই হামসার উৎপত্তিস্থল মধ্যপ্রাচ্য হলেও এটি বিভিন্ন জাতি, কৃষ্টি ও ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে এমনভাবে প্রবেশ করেছে যে, তারা এটিকে তাদের নিজস্ব কৃষ্টি অথবা ধর্মীয় বিশ্বাসের অংশ বলেই মনে করে। ইহুদী-খ্রিস্টান-মুসলমান ধর্মাবলম্বীরাও হামসা অথবা খামসাকে ধারণ করছে।[১১] এমনকি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদেরকেও এই নকশা তাদের উপযোগী করে নিতে দেখেছি। গৌতম বুদ্ধের অভয় মুদ্রার মধ্যেও আমি হামসা কে দেখতে পাই।[১২]

---

৮. Md. Ahmadreza Afshar, Md. Aziz Ahmadi, The Hand in Art: Hamsa Hand, JHS, Vol 38A, April 2013, Pp. 779-780. এছাড়াও https://www.thepeachbox.com/blogs/jewelry/hamsa-hand-meaning ; https://symbolsage.com/hamsa-hand-meaning-and-symbolism/ সহ আরো অসংখ্য অনলাইন বাজার যারা এমুলেট বা কন্ঠহার বা বিভিন্ন অলংকার এর ব্যাবসা করে, তারা তাদের সাইটগুলিতে হামসার কন্ঠহার বিক্রি করে এই বলে যে, এগুলি নিরাপত্তা বিধানকারী।

৯. Adele Nozeder, Element Encyclopedia of Secret Signs and Symbols: the Ultimate A-Z Guide from Alchemy to Zodiac, HarperCollins E-Books. Hand of Fatima অংশটি দেখুন।

১০. Quinn Hargitai, The Strange Power of the 'Evil eye' , BBC, www.bbc.com, 19 February 2018.

১১. Adele Nozeder, প্রাগুক্ত, Hand of Fatima অংশটি দেখুন।

১২. Md. Ahmadreza Afshar, Md. Aziz Ahmadi, April 2013, প্রাগুক্ত, P. 780.

মুসলমানদের একটি অংশ যারা এতে বিশ্বাস করে, তাদের কাছে এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কন্যা ফাতিমার হাত। খ্রিস্টানদের নিকট এটি মা মেরির হাত এবং ইহুদীদের কাছে এটি মূসা (আঃ) এর বোন মারিয়ামের হাত।[১৩] শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আহমেদ আখরাটির মতে হামসার সাথে ধর্মের সম্পর্ক আবশ্যক নয়। তাঁর মতে, পৃথিবীর অনেক অতি প্রাচীন গুহায় হামসা পাওয়া গিয়েছে। সেরকমই একটি গুহা, যেটির অবস্থান আলজেরিয়ায়, সেটির নামকরণ করা হয়েছে হামসা গুহা। তবে সাধারণ তথ্য মতে প্রাচীন মেসোপটেমিয়ায় হামসা যে নিরাপত্তার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হতো, সেটি প্রতিষ্ঠিত সত্য। একটি কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। অনেকে হামসাকে স্রষ্টার হাত বলেও মনে করে থাকে।[১৪]



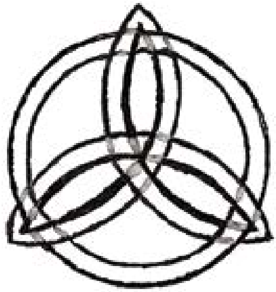


১৩. Dr. Nafisa Ali Sayed, The Hand of Hamsa: Interpretation across the Globe, Research on Humanities and Social Sciences, Vol.6, No.20, 2016, P. 23.

১৪. প্রাগুক্ত, P. 25.



ত্রিত্ববাদ নকশাকে ইংরেজিতে বলা হয় ট্রাইকুয়েট্রা।[১৫] শব্দটির উৎস্য ল্যাটিন যা মূলতঃ তিন কোন্ বিশিষ্ট বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। অনেকের কাছে এটি একটি নিরাপত্তা বিধানকারী নকশা[১৬] যেটি ব্রোঞ্জ যুগ থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে এশিয়া এবং ইউরোপের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ব্যবহার করেছে। গবেষকগণের মতে কেল্টদের থেকে অন্যান্য বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে এটির ব্যবহার ছড়িয়ে পড়েছে। খ্রিস্টানদের নিকট এই তিন কোন্ পিতা অর্থাৎ স্রষ্টা, পুত্র অর্থাৎ যীশু (আঃ) এবং পবিত্র আত্মা অর্থাৎ জিব্রাইল (আঃ) নির্দেশক।[১৭] কেল্টদের নিকট সেটি মাটি, সমুদ্র ও আকাশের সমন্বয়; দর্শনে যা শরীর, মন ও আত্মা।



15. W.&G. Audsley, Handbook of Christian Symbolism, Day and Son Limited, London, p. 50-1 (pate- 3). এখানে কিছুটা ভিন্ন ত্রিত্ববাদ নকশার উদাহরণ দ্রষ্টব্য।

16. Adele Nozeder, প্রাগুক্ত, Triquetra AskwU ‡`Lyb|

17. W.&G. Audsley, প্রাগুক্ত, Pp. 50-60.

হোরাসের বামচোখকে চন্দ্রের সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়, যেটিকে প্রাচীন মিসরীয়দের বিশ্বাসমতে শক্তির প্রতীক বাজপাখির মাথা সদৃশ্য মুখোশ পরিধানকারী দেবতা হোরাস রূপে দেখা হয়।[১৮] চন্দ্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং হোরাসের বাম চোখের দ্বারা ক্ষয় নির্দেশ করা হয়। এর কারণ হচ্ছে, পুরাণ অনুযায়ী হোরাসের এই চোখটি একবার নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। পরে জ্ঞানের দেবতা তথের সাহায্যে সেটি সেরে ওঠে বলে পুরাণে উল্লেখ আছে। এ কারণে হোরাসের চন্দ্র চক্ষু অর্থাৎ বাম চোখ তাদের কাছে সুস্থতা ও পুণর্জন্মের প্রতীক। প্রাচীন মিশরীয়রা বিশ্বাস করতো, এই প্রতীকের ধারক সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা লাভ করবে এবং প্রতীকটি মৃত ব্যক্তিকে মৃত্যু পরবর্তী জীবনের ধাপগুলো সহজে অতিক্রম করতে সহায়তা করবে। একটি পুরাণে হোরাসকে তার মৃত পিতা ওসিরিসের উদ্দেশ্যে তার বামচোখটি উপহার হিসেবে দান করতে দেখা যায়। উদ্দেশ্য ছিল, ওসিরিস যাতে করে সেই চোখ দিয়ে দেখে মৃত্যু পরবর্তী ধাপগুলি নিরাপদে অতিক্রম করতে পারে।[১৯]

অনুরূপভাবে মিশরীয়রা হোরাসের বাম চোখের পাশাপাশি প্রায় একই রকম দেখতে একটি ডান চোখকে বিশেষ প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করতো। উল্লিখিত ডান চোখটিকে সূর্যদেবতা 'রা' এর সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়।[২০] 'রা' শক্তির প্রতীক হিসেবে পূজিত হতো। ফলে মিশরীয়রা বিশ্বাস করতো, যিনি **'রা' এর ডান চোখের** কণ্ঠহার বহন করবেন, 'রা' এর শক্তি তাকে অশুভ শক্তির ক্ষতি থেকে নিরাপদ রাখতে পারবে। চিত্র পরবর্তি পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

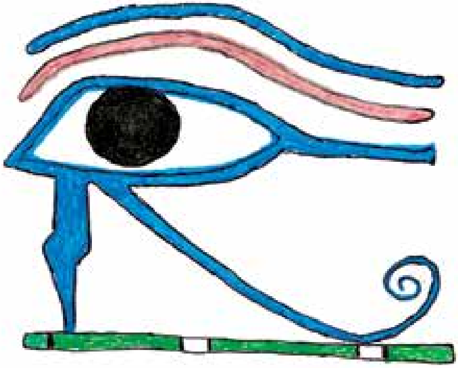
---

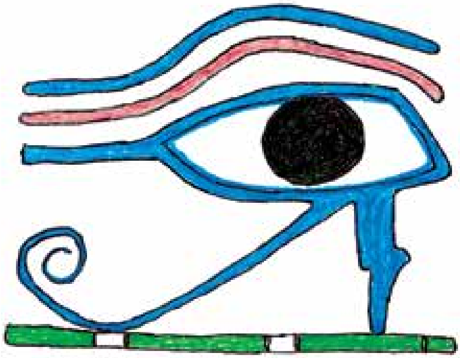
১৮. Carol Andrews, ১৯৯৪, প্রাগুক্ত, P. 43.

১৯. প্রাগুক্ত, P. 43.

২০. প্রাগুক্ত, P. 43.

চিত্র:
হোরাসের বাম চোখ





চিত্র:
রা এর
ডান চোখ

প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতায় **গুবরে পোকা**কে পুনর্জন্মের প্রতীক হিসেবে দেখা হতো।[২১] গুবরো বা গুবরে পোকার সাথে তারা তাদের সূর্যদেবতা খেপরির সম্পর্ক স্থির করেছিল। সেটা এরকম যে, গুবরে পোকা যেরকম গোবরের গোলক গড়িয়ে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে নিয়ে যায়, তেমনিভাবে সূর্য পূব থেকে পশ্চিমে





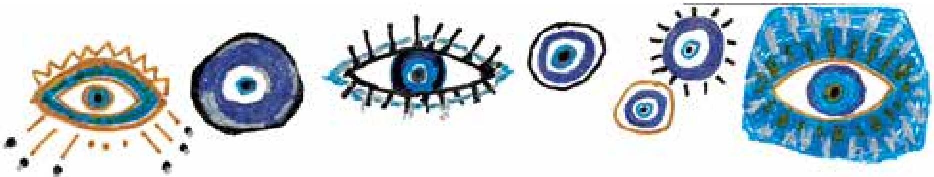
চিত্র: গুবরে পোকা

গড়িয়া চলে। গুবরে পোকা তাদের গোলকটিকে দিন শেষে যেভাবে তাদের গর্তে ঢুকিয়ে রাখে, সূর্য সেভাবে দিনশেষে অস্ত যায়। গোবরের গোলকের ভেতর থেকে যেভাবে নতুন গুবরে পোকা জন্মলাভ করে ও বেড়ে ওঠে, তেমনিভাবে সূর্য জীবনের শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে। প্রাচীন মিসরীয়দের জীবিতরা এই পোকার অনুকরণে তৈরি কন্ঠহার ও আংটি ব্যবহার করত। তেমনি তারা তাদের মৃতদের কফিনেও অনুরূপ কন্ঠহার বা আংটি দিয়ে দিত, যাতে করে সেই মৃত ব্যক্তি পুনর্জন্ম লাভ করতে পারে।[২২]

---

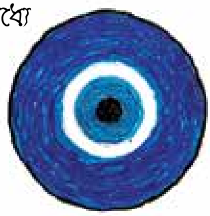
২১. প্রাগুক্ত, P. 51.

২২. প্রাগুক্ত, Pp. 50-51.



বনস্নুকুনজর একটি চোখ অংকিত কন্ঠহার। বিশ্বাস করা হয়, এটি ক্ষতিকর দৃষ্টি থেকে নিরাপদ রাখে।[২৩] তুরস্কে এর নাম বনস্নুকুনজর হলেও গ্রিসে মাতি, পারস্য থেকে আফগানিস্তানে নজর কুরবানী এবং ভারত ও পাকিস্তানে এর নাম চশম বাদদুর। এ থেকে বোঝা যায়, এই কন্ঠ হারের ব্যবহার ও বিস্তার অনেক ব্যাপক। তুরস্কের নীল রঙের বনস্নুকুনজরের ব্যবহার বর্তমান সময়েও জারি রয়েছে। তারা মনে করে, মানুষের হিংসাপরায়নতা ও কুদৃষ্টি তার নিজের দুর্ভাগ্য ও সম্পদহানির কারণ হতে পারে। এই কন্ঠহার ব্যবহার করলে তারা নিজেরা ক্ষতিকর দৃষ্টি থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে বলে বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাসের মধ্যে কিছু ঠিক। তবে কিছু ভ্রান্তিকর। এই বইয়ের উপযুক্ত স্থানে মানুষের কুনজর থেকে বাঁচার সঠিক উপায়, যা আল্লাহ তাঁর বাণী এবং তাঁর রাসূলের মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়েছেন, তা উল্লেখ করা হয়েছে।





উল্লেখ্য, বনস্নুকুনজরের সাথে আমি হামসা এবং হোরাসের চোখ এর সম্পর্ক আছে বলে ধারণা করছি।[২৪] এই সবগুলিতেই আমার মতে খারাপের খারাপি থেকে বাঁচার জন্য বড় খারাপের আশ্রয় নেয়া হয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে ‘বড় খারাপ’ বিষয়টি হচ্ছে শিরক।

---

২৩. Adele Nozeder, প্রাগুক্ত, HarperCollins E-Books. Nazar অংশটি দেখুন।

২৪. প্রাগুক্ত, All Seeing Eye অংশটি দেখুন।



নরওয়ে ও সুইডেন অঞ্চলের পুরাণ অনুযায়ী আকাশ, কৃষি এবং বজ্রপাতের দেবতা **থর**। এই অঞ্চলের পুরানে উল্লেখ করা তার হাতের কাল্পনিক হাতুড়ির অনুকরণে তৈরি কণ্ঠহার প্রাচীনকাল থেকে ইউরোপ এবং অন্যান্য অঞ্চলেও ব্যবহৃত হতো।

তবে এই প্রতীকের কণ্ঠহার ব্যবহার করার মূল উদ্দেশ্য ছিলো কোনো শক্তিশালী এবং ক্ষতিকর শক্তি থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখা।[২৬]



উভয় চিত্র: থরের হাতুড়ি



ফিনল্যান্ডে থরকে বলা হয় **উকো**। তার অস্ত্র বা হাতুড়িটি কিছুটা সুইডেন-নরওয়ে অঞ্চলের হাতুড়ির বিবর্তিত রূপ। এর বিপরিতও হতে পারে। আমি এরূপ একটি প্রাচীন কণ্ঠহার দেখেছিলাম। যেটি কালো রঙের ছিল। এক প্রকারের পাথরে তৈরি। পরীক্ষা করে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। সেটিকে চুম্বক আকর্ষণ করছিল। আমার ধারণা, সেটি আকাশ থেকে ভূপৃষ্ঠে পতিত কোন



চিত্র: উকো



চিত্র: সম্ভাব্য উল্কা খণ্ডে তৈরী উকো

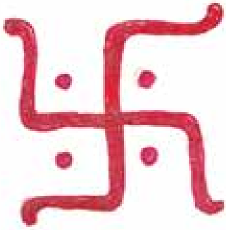
২৬. https://www.ancient-symbols.com/symbols-directory/thor-hammer.html

উল্কাপিন্ড থেকে তৈরি করা হতে পারে। আমার এরূপ ধারণার কারণ হচ্ছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে পতিত উল্কাপিন্ডে লোহা এবং নিকেলের উপস্থিতি থাকায়[১৬] সেটিকে চুম্বক আকর্ষণ করে। উল্কাপিন্ড যখন আকাশ থেকে পতিত হয়, তখন আগেকার দিনের মানুষ এই ঘটনাকে ভুলক্রমে বজ্রপাত মনে করত। উল্কার পতনের সময় বাতাসের সাথে ঘর্ষণের ফলে উল্কা গাত্রে গলিত পাথর বা লোহা সদৃশ্য যে গড়ন বা আকৃতি তৈরি হয়, তার কারণে আগের দিনের মানুষেরা সেই পতিত উল্কা খন্ডগুলিকে বজ্রপাতের ফলে গলিত প্রস্তরখন্ড মনে করত।[১৭] অনেকেই সেই উল্কাখন্ডের কিছু অংশ ভেঙে নিয়ে কন্ঠহার, রক্ষাকবচ বা অলংকার বানিয়ে নিত। সেগুলির অনেকগুলি বর্তমানে বিভিন্ন জাদুঘরের শোভা পাচ্ছে।[১৮] আমার দেখা পাথরের কণ্ঠহারটি সেরকমই কোন উল্কাখন্ডের তৈরি থর বা উকোর হাতুড়ি সদৃশ্য কণ্ঠহার হতে পারে এবং ধারণা করা যায়, যিনি সেটি ব্যবহার করতেন, তিনি সেটিকে তার জন্য নিরাপত্তা বিধায়ক হিসেবে বিশ্বাস করতেন।

১৬. Brian Mason, Tabulation and Discussion of Elemental Abundances in the Different Classes of Stony and Iron Meteorites, and in Their Constituent Minerals, Chapter B. Cosmochemistry Part 1. Meteorites, in Michael Fleischer (Ed.), Data of Geochemistry, Geological Survey Professional Paper, United States Government Printing Office, Washington, 1979, P. B2.

১৭.https://www.theatlantic.com/technology/archive/2013/02/thunderstone-what-people-thought-about-meteorites-before-modern-astronomy/273220/, ৪ আগস্ট তারিখে সংগৃহীত।

১৮. Oliver C. Farrington, The Worship and Folk-Lore of Meteorites, The Journal of American Folklore , Jul. - Sep., 1900, Vol. 13, No. 50 (Jul. - Sep., 1900), Pp. 202-205.





ওম হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের একটি ধর্মীয় প্রতীক হলেও আমি পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরকে, বিশেষ করে কিছু খ্রিস্টান এবং বৌদ্ধ ধর্মে ভক্তি আছে এমন ব্যক্তিকে এই প্রতীকের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করতে দেখেছি। আমার পরিচিত শিক্ষিত এবং এই বিষয়গুলি জানার এবং বোঝার চেষ্টা করেন এমন কিছু হিন্দু ধর্মাবলম্বীর সাথে কথা বলে জেনেছি, এটি মূলতঃ একটি ধর্মীয় প্রতীক যা দ্বারা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরকে বোঝানো হয়। এই তিনটি নাম হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে পূজনীয় হওয়ায় এই প্রতীকের মাঝে তারা মানসিক শক্তি অনুমান করে এবং সে থেকে এই প্রতীককে তাদের অনেকে নিরপত্তার নকশা বলেও বিশ্বাস করে। হিন্দু শাস্ত্রীয় অনেক মন্ত্রের শুরুতেও এটি জপে নেয়া হয়[২৯] যেখানে মন্ত্রকে এক প্রকার



চিত্র: ওম প্রতীক

শক্তির উৎস হিসেবে মনে করা হয়।[৩০] অনেকে এটিকে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ নির্দেশক প্রতীক হিসেবে মেনে থাকে।[৩১]

---

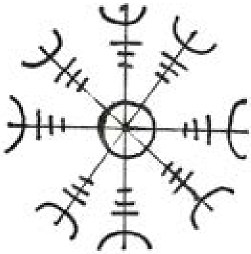
২৯. J. Gonda, The Indian Mantra, Oriens, Vol. 16, (Dec. ৩১, ১৯৬৩), P. 263.

৩০. প্রাগুক্ত, P. 268.

৩১. Miranda Bruce-Mitford, The Illustrated Book of Signs & Symbols, DK Publishing, New York, 1996, P. 21.

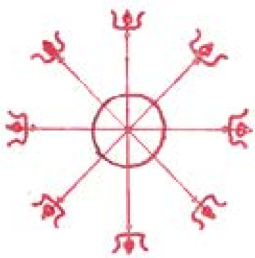
বাংলা অর্থ করলে এই নকশাটির নাম বলতে হয় **ভীতি সৃষ্টিকারী শিরস্ত্রাণ**।[৩২] এটি মূলত আইসল্যান্ডের যাদুবিদ্যা বা ধর্মীয় আচার পদ্ধতি থেকে উদ্ভূত একটি প্রতিরক্ষা কবচ। নরস পুরাণ অনুযায়ী এটি খুবই রহস্যময় এবং শক্তিশালী একটি প্রতীক বা নকশা। নকশাটি নাকি ভীতি সৃষ্টিকারী।[৩৩]

নরস পুরাণের ভাষ্যমতে, যিনি যুদ্ধে এই শিরস্ত্রাণ পরিধান করবেন, তিনি সব রকম ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকতে পারবেন। এই নকশাটির সাথে ভাইকিংদের কোন ঐতিহাসিক সম্পর্ক থাকতে পারে বলে অনেকে মনে করেন।[৩৪]



চিত্র: ভীতি সৃষ্টিকারী শিরস্ত্রাণ

এই ভীতি সৃষ্টিকারী শিরস্ত্রাণের সাথে আমি আরো কিছু নকশার সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছি। বামের নকশাটিকে বলা হয় **'শ্রী অষ্টাঙ্গ ইয়ান্ত্রা'** বা যন্ত্র যেটি অনেক হিন্দু ধর্মাবলম্বী একটি নিরাপত্তামূলক আধ্যাত্মিক নকশা হিসেবে ব্যবহার করে থাকে।



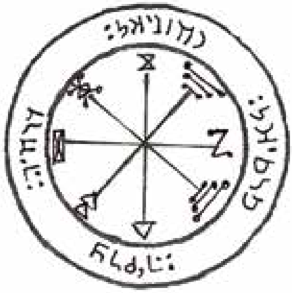
৩২. Geir Vigfusson, Huld Manuscript, Tr. Justin Foster, Reykjavik, 1860, P. 58.

৩৩. https://en.wikipedia.org/wiki/Helm_of_Awe

৩৪. https://skjalden.com/helm-of-awe/

প্রায় কাছাকাছি আরেকটি নকশা নীচে দেয়া হল। এটিকে সোলায়মান (আঃ) এর সাথে সংশ্লিষ্ট মনে করা হয়, যার কোন ভিত্তি আছে কিনা আমার জানা নাই। আবার নকশাটি হারুত-মারুতের সাথে সম্পর্কযুক্ত হলেও হতে পারে। অথবা নকশাটি পরবর্তীকালে কালো যাদুবিদ্যায় জড়িতদের নতুন আবিষ্কারও হতে পারে। নকশাটিতে একইরকমভাবে আটটি বাহুর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তবে বাহু সমূহের শীর্ষে ত্রিশূল এর পরিবর্তে বিভিন্ন জ্যামিতিক নকশা উপস্থাপন করা হয়েছে। যদিও নকশাটিতে আটটি বাহু রয়েছে, প্রচলিতভাবে এই নকশাটিকে **বৃহস্পতি গ্রহের প্রথম পঞ্চভূজাকার কবচ** বলা হয়।[৩৫] এর ব্যবহারকারীরা বিশ্বাস করে, এই নকশাটি ব্যবহার করলে সকল প্রকার অশুভ শক্তি থেকে নিরাপদ থাকা যায়।[৩৬]

চিত্র: বৃহস্পতি গ্রহের প্রথম পঞ্চভূজাকার কবচ

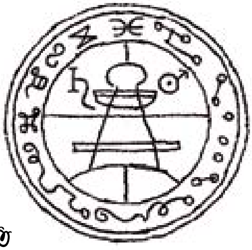


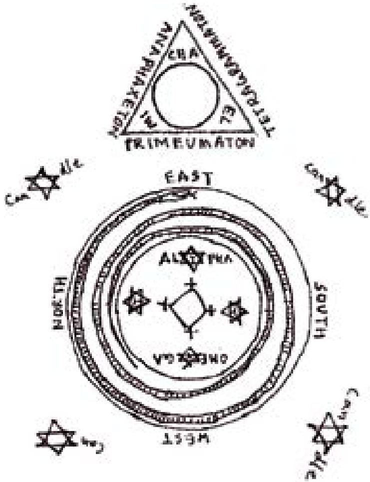
৩৫. S. Liddell Macgregor Mathers, The Key of Solomon the King, George Redway, London, 1889, Fig. 18, Plate IV, P. 61.

৩৬. প্রাগুক্ত, Pp. 58-69. অনুরূপ আরো কিছু নকশার জন্য দ্রষ্টব্য।

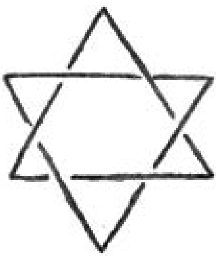


দুটি বিপরীতমুখী ত্রিভুজের সমন্বয়ে গঠিত

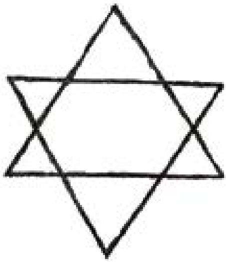




ছয় তীর বিশিষ্ট তারকাটি **সোলায়মান (আঃ) এর সিলমোহর** হিসেবে পরিচিত।[৩৭] এটি মূলত সোলায়মান (আঃ) এর পিতা দাঊদ (আঃ) এর প্রায় একই রকম ছয় তীর বিশিষ্ট তারকা চীহ্নের সামান্য বিবর্তিত রূপ বলা যায়। দাঊদ (আঃ) এর তারকা চিহ্নে ত্রিভুজের রেখাসমূহ একটি আরেকটির উপর দিয়ে গিয়েছে।[৩৮] অন্যদিকে সোলায়মান (আঃ) এর তারকা চিহ্নটির ত্রিভুজদ্বয়ের রেখাসমূহ একটি আরেকটির সাথে আবদ্ধ। একে খাতাম সোলায়মান বলা হয় যেটি মধ্যযুগের আরব, ইহুদী এবং মুসলমানদের মধ্যে নিরাপত্তা বিধায়ক চিহ্ন হিসেবে বিশ্বাস করে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো। অনেক সময় এই সিলমোহরটি পঞ্চতীরযুক্ত তারকা দ্বারাও উপস্থাপন করা হয়। এছাড়াও একে আরো অনেক রূপে উপস্থাপন করতে দেখা যায়। যদিও এই প্রতীকগুলি আদৌ সোলায়মান (আঃ) এর ব্যবহৃত সিল কিনা সে বিষয়ে



চিত্র: সোলায়মান (আ:) এর তারকা চিহ্ন



চিত্র: দাঊদ (আ:) এর তারকা চিহ্ন

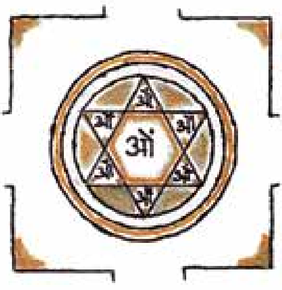
৩৭. Miranda Bruce-Mitford, 1996, প্রাগুক্ত, P. 108.

৩৮. প্রাগুক্ত, P. 16.

যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে, তারপরও উল্লেখ করছি, এটা বলা হয়ে থাকে যে, এই তারকা চিহ্ন সম্বলিত আংটিটি সোলায়মান (আঃ) এর জন্য জীনদের উপর আধিপত্য অর্জন করতে কার্যকর ছিল। এই তারকা চিহ্নের শক্তির উপর বিশ্বাস করার কারণে মধ্যযুগ থেকে বর্তমান সময়েও কন্ঠহার, আংটি এবং তাবিজ বা তালিসমানে এই তারকা প্রতীকের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।



উপরের চিত্রটি হিব্রু ভাষায় লেখা মধ্যযুগীয় একটি এমুলেট যেটিতে হিব্রু অক্ষরের/সংখ্যার বিন্যাসের মাধ্যমেই সোলায়মান (আঃ) এর তারকা আঁকা হয়েছে।



হিন্দু শাস্ত্রের অনুসারীদেরকেও প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে ছয় তীর বিশিষ্ট তারকা প্রতীক ব্যবহার করতে দেখা যায়।[৩৯] বামের চিত্রটিকে বলা হয় **শ্রী মহালক্ষ্মী ইয়ান্ত্রা**। এই প্রতীকটি হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকে স্বল্প সময়ের মধ্যে সম্পদ এবং প্রশস্তি লাভের আশায় ব্যবহার করে থাকে। প্রতীকটিতে ছয়টি

৩৯. Adele Nozeder, প্রাগুক্ত, Seal of Solomon অংশটি দেখুন।

তীর থাকে এবং কেন্দ্র প্রকোষ্ঠে 'ওঁ' লেখা হয় যা দ্বারা 'আওম' নির্দেশ করে। হিন্দু শাস্ত্রে বিশ্বাসী এমন একজনের একটি আধুনিক সময়ের কন্ঠহারের চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করছি।



এই কন্ঠহারটিতে একটি মন্ত্র উৎকীর্ণ রয়েছে যেটিকে বলা হয় 'চন্দ্র মন্ত্র'। মন্ত্রটি এরূপঃ

'ক্লিং/ শ্রী সোমায় নমঃ/ শ্রী সোমায় নমঃ/চন্দ্র দেব'

মাঝের ছকের সংখ্যাগুলি নিম্নরূপঃ

৭	২	৯
৮	৬	৪
৩	১০	৫

উপরে 'ক্লিং' শব্দের উভয় পার্শ্বে ছয় তীর বিশিষ্ট তারকা চিহ্নের উপস্থিতি লক্ষণীয়। তাদের সাথে কথা বলে জেনেছি, হিন্দু শাস্ত্রে বিশ্বাসীরা স্বস্তি এবং উন্নতি লাভের আশায় চন্দ্র মন্ত্র পাঠ করে থাকে। তাদের বিশ্বাস, এটি চন্দ্রের অবস্থানের কুপ্রভাব থেকেও তাদের রক্ষা করে।

নিরাপত্তা বা কল্যাণের প্রত্যাশা থেকে আংটি, কণ্ঠহার অথবা অন্য প্রকারের অলংকারে সংখ্যা ছকের ব্যবহার বিভিন্ন জাতি ধর্মে অনেক প্রাচীনকাল থেকেই হয়ে আসছে। সেগুলি সম্পর্কে বলার আগে বাংলাদেশ, ভারত এবং

পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব এশিয়ার কিছু দেশে অতীতকালে ব্যবহৃত হতো এমন কিছু নকশা, যা পাথরের অলংকারে উৎকীর্ণ হতো, তার কিছু চিত্র দেখে রাখি।



চিত্র এক: পদ্ম



চিত্র দুই: চাঁদ যুক্ত আংটির পাথর



চিত্র তিন: গুটিকার নকশা



চিত্র চার: বামপাশে কচ্ছপ
ডানপাশের সকল চিত্রের অর্থ জানা নাই



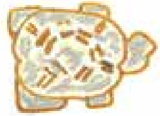
চিত্র পাঁচ: তিন চোখ বিশিষ্ট গুটিকা



চিত্র ছয়: তিন চোখ অঙ্কিত গুটিকা

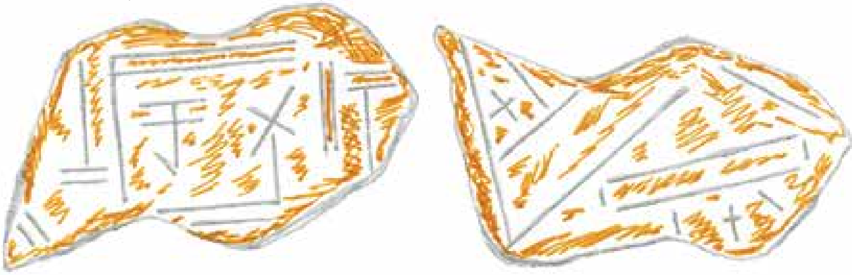


চিত্র সাত: এক চোখ বিশিষ্ট আংটির পাথর



চিত্র আট: পাথর কেটে তৈরি কচ্ছপ

চিত্র নয়: জাদু নকশা অথবা জমি সংক্রান্ত চিত্র অথবা অন্য কিছু



ইতিপূর্বে এই বইতে কিছু সংখ্যা নকশা দেখেছি যার একটি হিব্রু ভাষায় এবং অপরটি ছিল হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের। নিচের দুটি হিব্রু সংখ্যা নকশা।

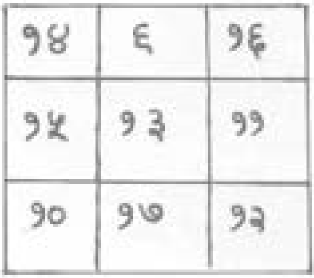


বামের চিত্রটি হিব্রু ভাষায় লেখা কোন ধর্মীয় গ্রন্থে উৎকীর্ণ নকশার অনুলিপি।

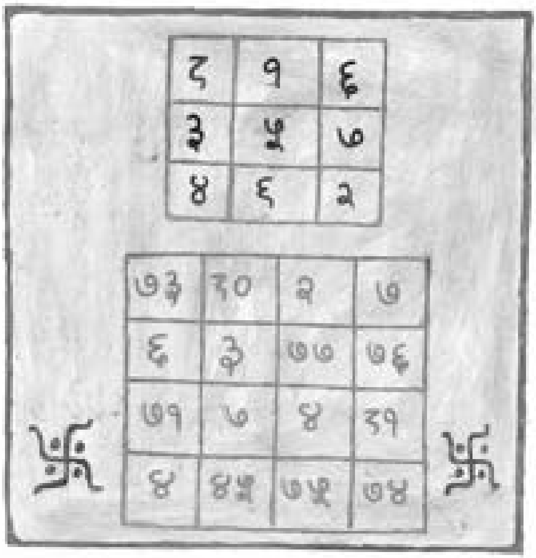


ডানের অংকিত চিত্রটি কোন সংগ্রাহকের ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকা একটি কন্ঠ হারের এক পাশের অনুলিপি যেখানে হিব্রু সংখ্যা এবং অক্ষর উৎকীর্ণ রয়েছে। কণ্ঠহারটি কালো পাথরে তৈরি।

ইতিপূর্বে এই বইতে হিন্দু শাস্ত্রে বিশ্বাসীদের ব্যবহৃত কিছু সংখ্যা নকশা দেখেছি। এখানে আরও দুটি উপস্থাপন করছি।

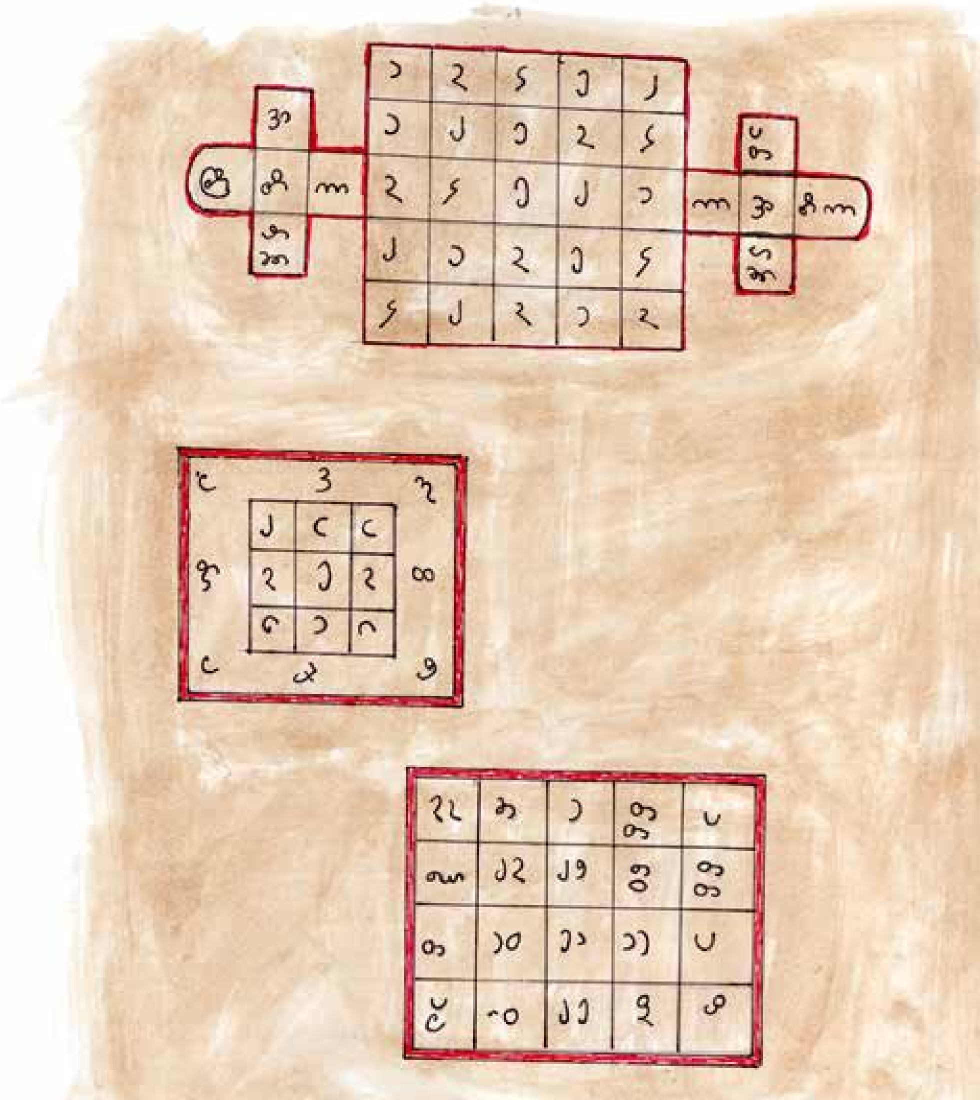


হিন্দু শাস্ত্রে বিশ্বাসিরা বামের এই নকশাটিকে **'মহামৃত্যুঞ্জয় ইয়ান্ত্রা'** নামে জানে। তাদের সাথে কথা বলে জেনেছি, এটি রোগ, মৃত্যুভয় এবং মৃত্যু পরবর্তী বিপদ থেকে রক্ষা করে বলে তারা বিশ্বাস করে।

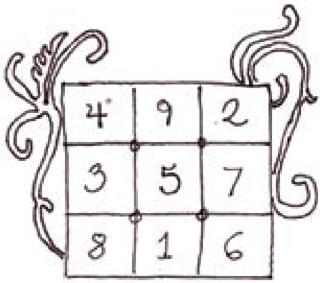


বামদিকের এই নকশাটিকে তারা **'কুবের ইয়ান্ত্রা'** বলে জানে। সম্পদ লাভের আশায় তারা এটি ব্যবহার করে।

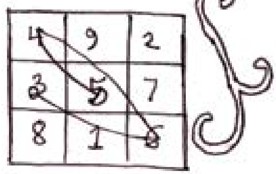
অনুরূপভাবে থাই পুরাণ থেকে সংগৃহীত **বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কিছু সংখ্যা নকশার** অনুলিপি এখানে দেখা যাচ্ছে।



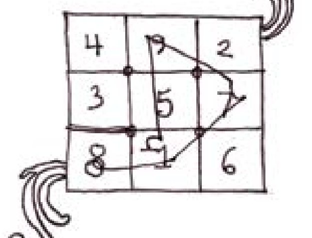
একজন ইংরেজের নোট বই থেকে নিচের **যাদু চর্চার নকশাগুলি** নেয়া। সে যেভাবে লিখেছে, আমি সেভাবেই তার অনুলিপি তৈরি করার চেষ্টা করেছি। খেয়াল রাখা প্রয়োজন, আমার বিশ্বাস, এসব নকশা তাদের কোনো উপকারে আসেনি। পথভ্রষ্ট করেছে মাত্র। এই বইয়ের শেষ পর্যন্ত পড়লেই কেবল এগুলি এই বইতে উপস্থাপন করার উদ্দেশ্য বোঝা যাবে। বইটির মূল লক্ষ্য অর্জনের স্বার্থে এগুলি এখানে একত্রিত করেছি মাত্র।



Love 3645

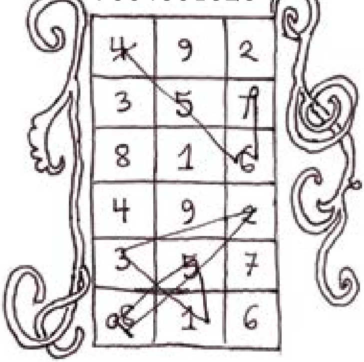


HaPPINESS
81779511



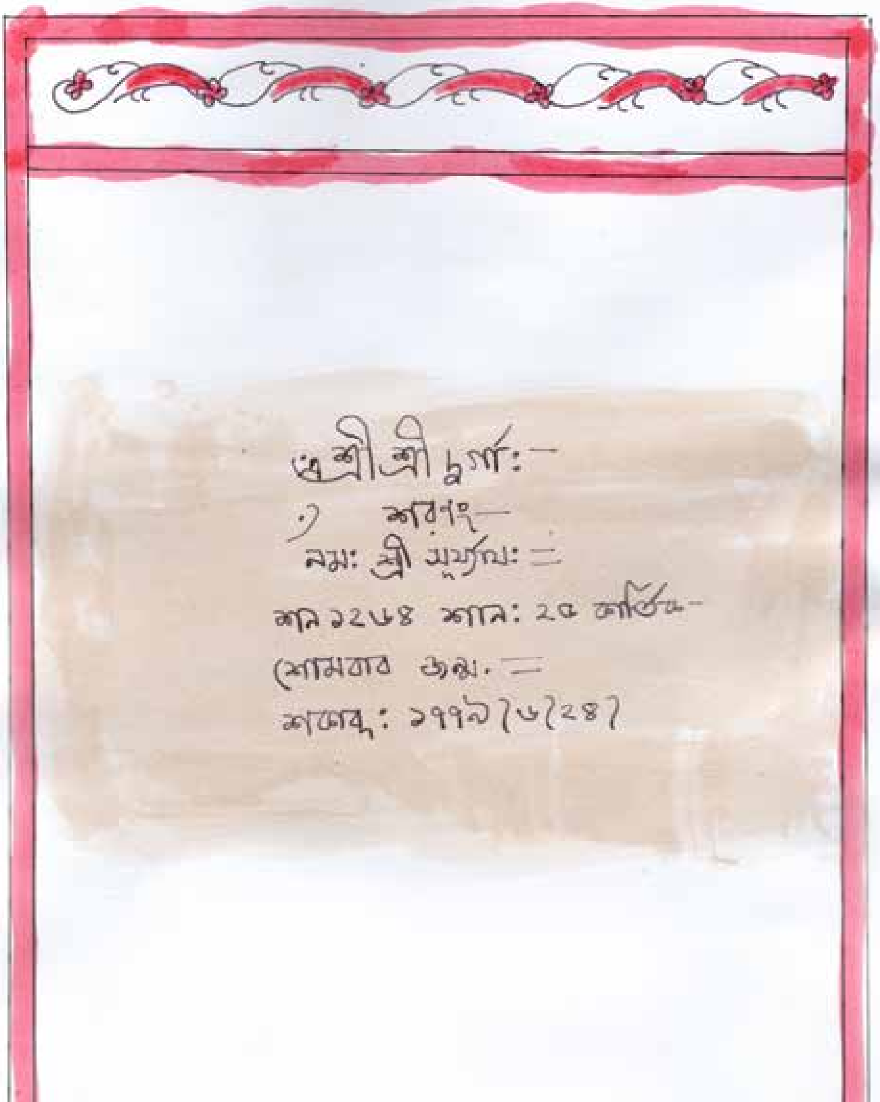
open/Start
Close
Finish
Repeater
Number

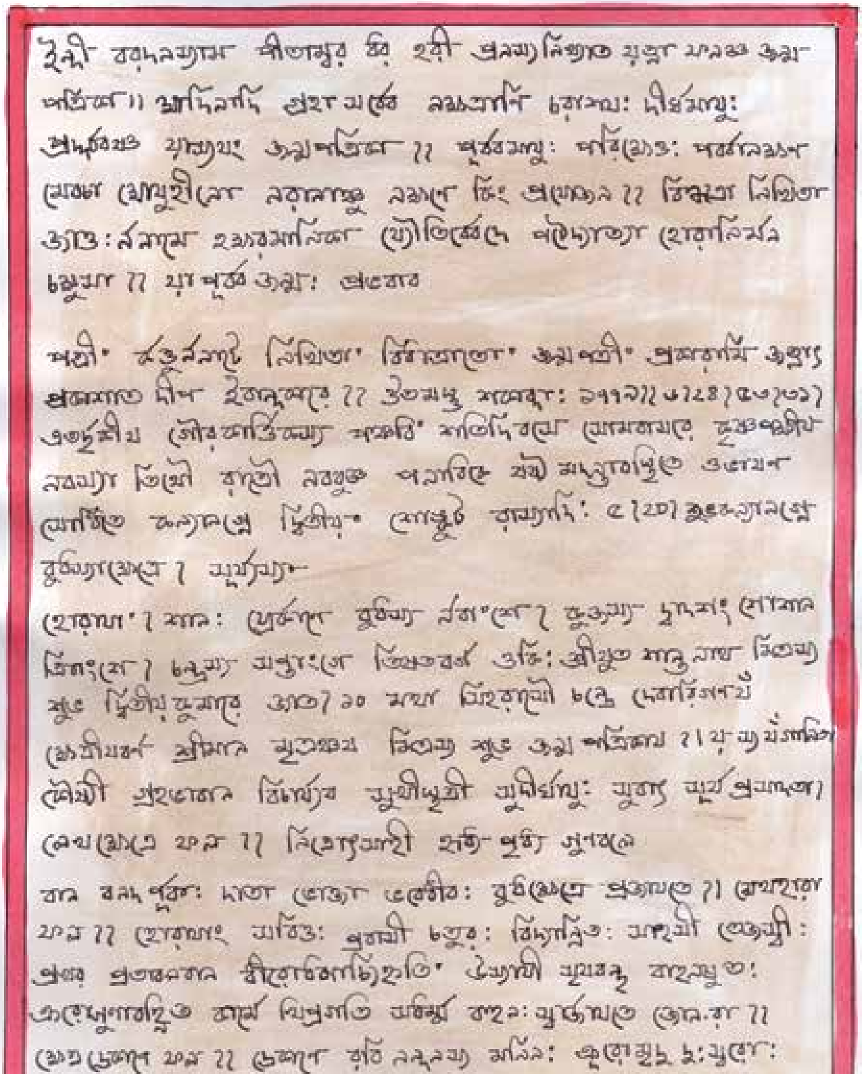
GooD Health
7664851328

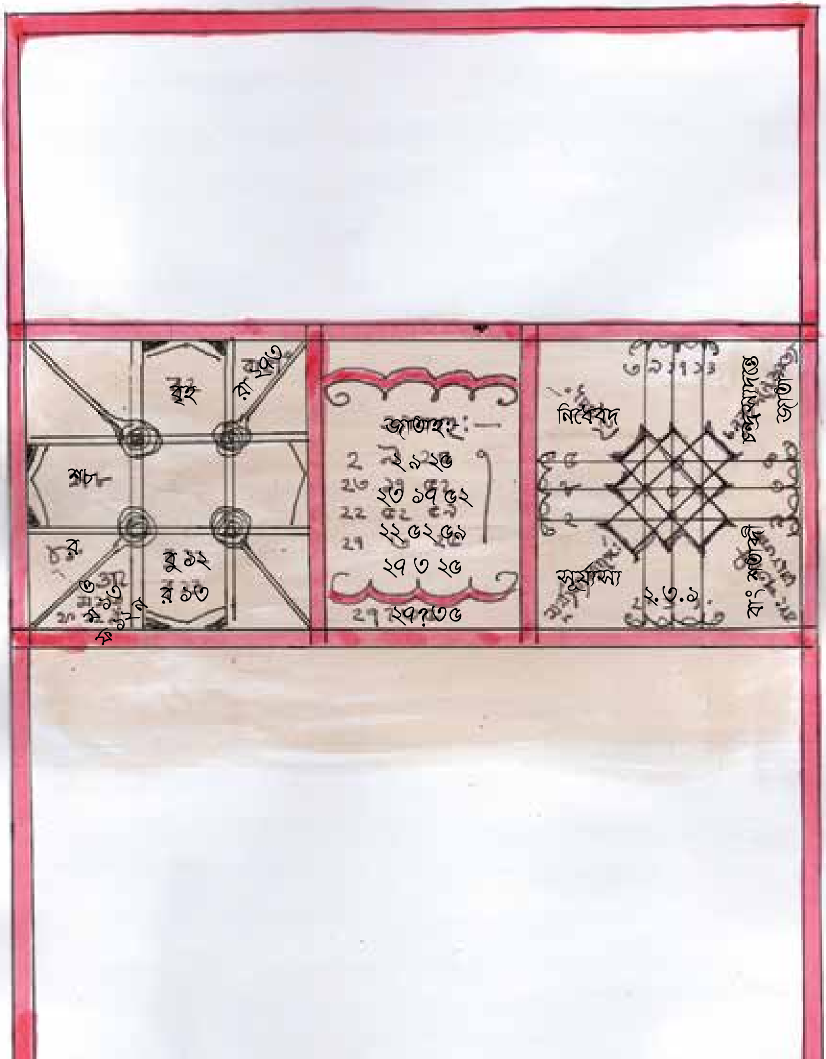


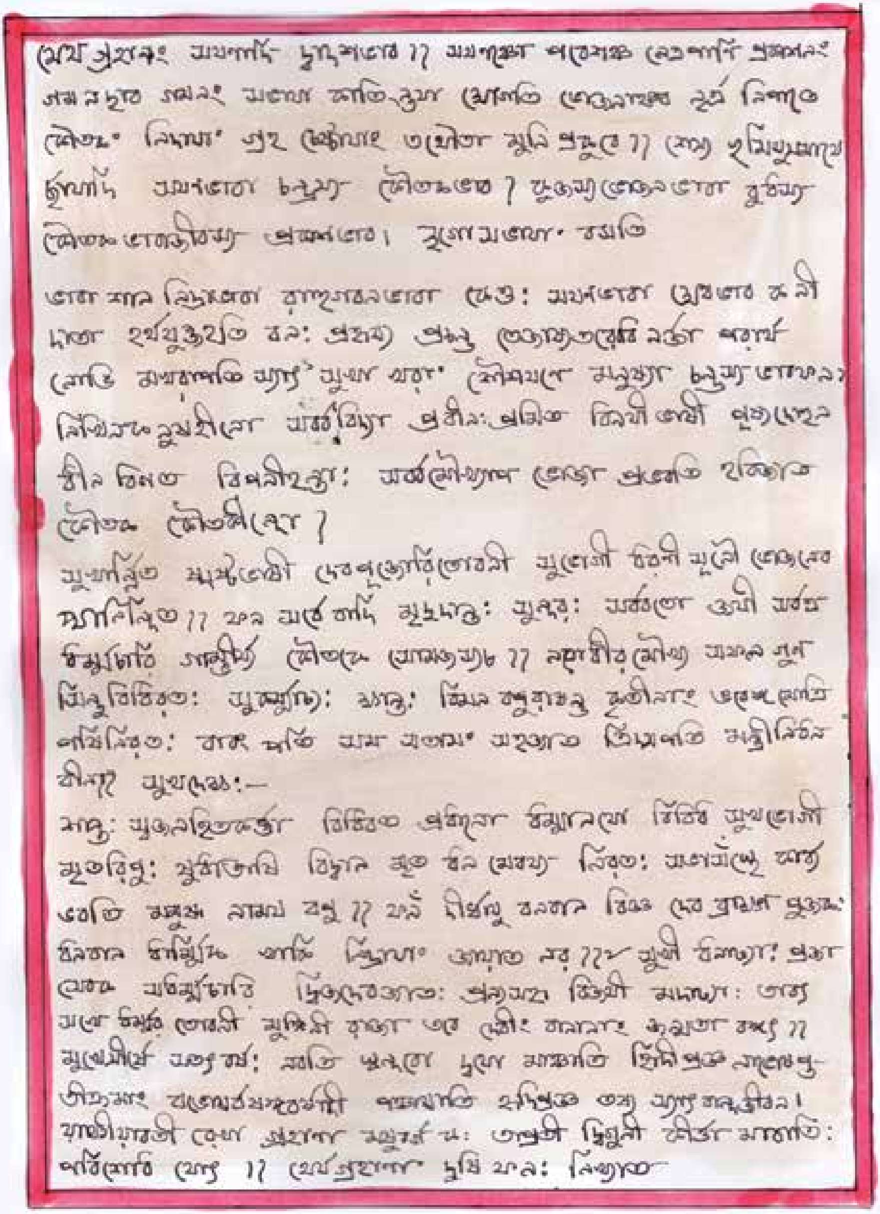
অতীতকাল থেকে শুরু করে বর্তমান কাল অবধি বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষ তার বা তাদের নিরাপত্তা এবং কল্যাণ লাভের পথ খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। তারই পথপরিক্রমায় মানুষ তার নিজের ভাগ্য জানার চেষ্টা করেছে। ভাগ্য জানার অপর অর্থ হচ্ছে নিজের বা নিজেদের জীবনে ঘটবে এমন ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী আগে থেকে জেনে নেয়ার প্রচেষ্টা। আসলে কোনো মানুষই সঠিকভাবে ভবিষ্যৎ অনুমান করার ক্ষমতা রাখার কথা নয়। তবে জ্যোতিষশাস্ত্রবীদগণ দাবি করেন, তাঁরা ভবিষ্যৎ বলে দেওয়ার জ্ঞাণ রাখেন। তাঁরা কোনো ব্যক্তির জন্ম তারিখ, তার জাতক এবং গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান নির্ণয় করে মানুষের ভবিষ্যৎ অনুমান করার জ্ঞাণ রাখেন বলে তাঁদের এবং তাঁদের মতের অনুসারীগণ মনে করেন। বাস্তবতা যাই হউক, এই মতের অনুসারীগণ জ্যোতিষীর মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের হাতের রেখা পড়িয়ে নিজের ভবিষ্যৎ জানার চেষ্টা করে থাকেন। অনেকে আবার জ্যোতিষী দিয়ে নিজের বা

নিজ সন্তান-সন্ততির সমস্ত জীবনে কী কী ঘটনা ঘটতে পারে বা ঘটবে তার একটি তালিকা তৈরি করিয়ে নেন। এটিকে **জন্মকুন্ডলী** বলা হয়। আমার মনে হয় এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, যা কিছু অকল্যাণ বা বিপদ বা ক্ষতি ঘটবে বলে জানা গেল তার থেকে নিরাপদ থাকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া এবং যা কিছু কল্যাণের পূর্বানুমান করা গেল, তা যেন অবশ্যই ঘটে তা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা। যেহেতু তাঁরা মনে করেন, বিভিন্ন গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থানের কারণে এই ঘটনাগুলো ঘটতে পারে, তাই তাঁরা সেই গ্রহ-নক্ষত্রের উপর প্রভাব রাখে এমন মন্ত্র অথবা ইয়ান্ত্রা বা যন্ত্র এবং নক্ষত্রের কুপ্রভাব থেকে রক্ষা করতে পারে বলে বিশ্বাস করা হয় এমন রত্নপাথর যেমন হিরা, নিলা, পান্না এবং এদের কিছু উপরত্ন ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। কোন্ রত্ন পাথর কী উপকার করে, সে আলোচনায় না গিয়ে এই বইয়ের লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমি এখন একটি প্রাচীন জন্মকুন্ডলীর অনুলিপি উপস্থাপন করছি। কুন্ডলীটি বাংলার কোন কুলিন পরিবারের সদস্যের, যেটা প্রায় দেড়শত বছরের পুরাতন এবং আমি সেটিকে ছেঁড়া, ভঙ্গুর ও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখেছি। তাই শুধুমাত্র পাঠযোগ্য প্রয়োজনীয় অংশ সমূহ এখানে উপস্থাপন করছি।


শ্রীশ্রী দুর্গা:
শরণং
নমঃ শ্রী সূর্য্যায়ঃ
সন ১২৬৪ সাল: ২৫ কার্ত্তিক
সোমবার জন্ম
শকাব্দ: ১৭৭৯

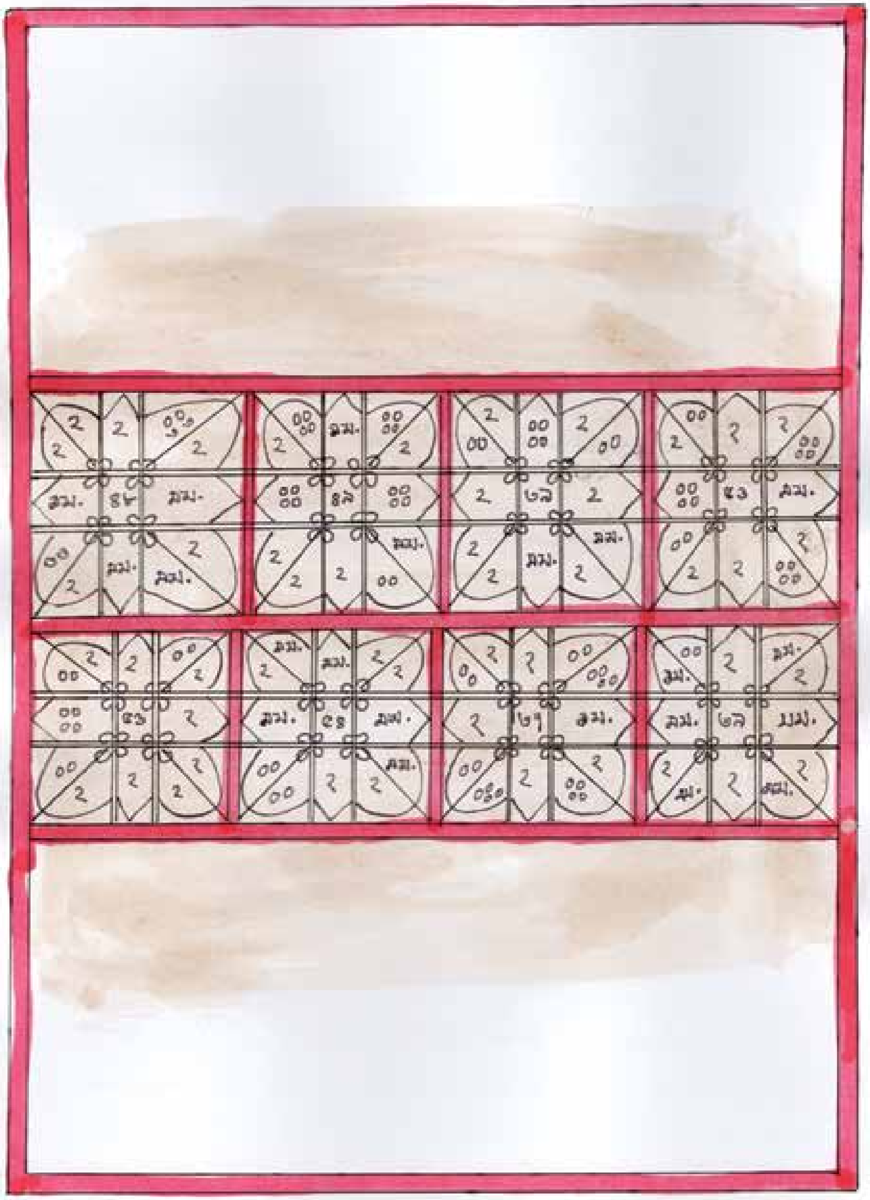



বৃহ
শচ
বু ১২
র ১৩
জাতাহ:—
২ ৯ ২৬
২৩ ১৭ ৬২
২২ ৬২ ৬৯
২৭ ৩ ২৬
২৭?৩৬
নির্ধেবদ
সূর্যাস্য
২.৩.১.

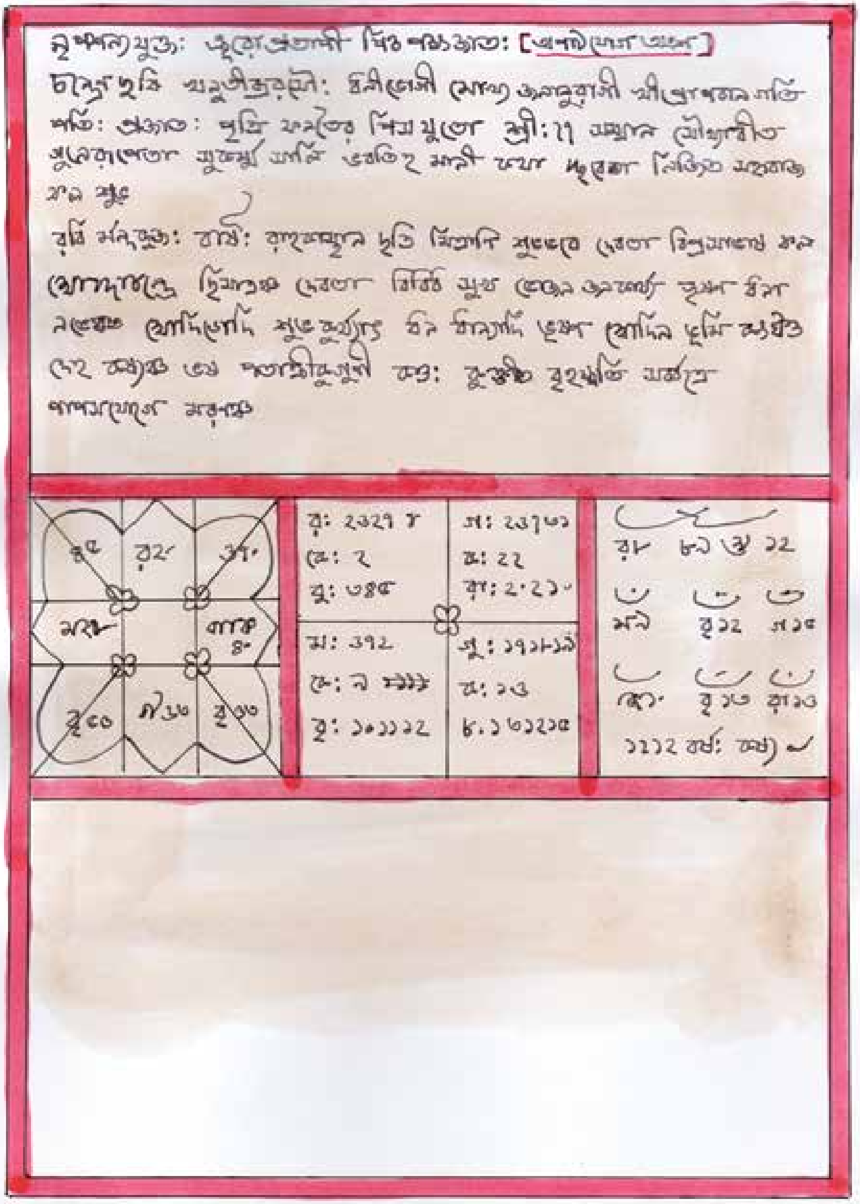


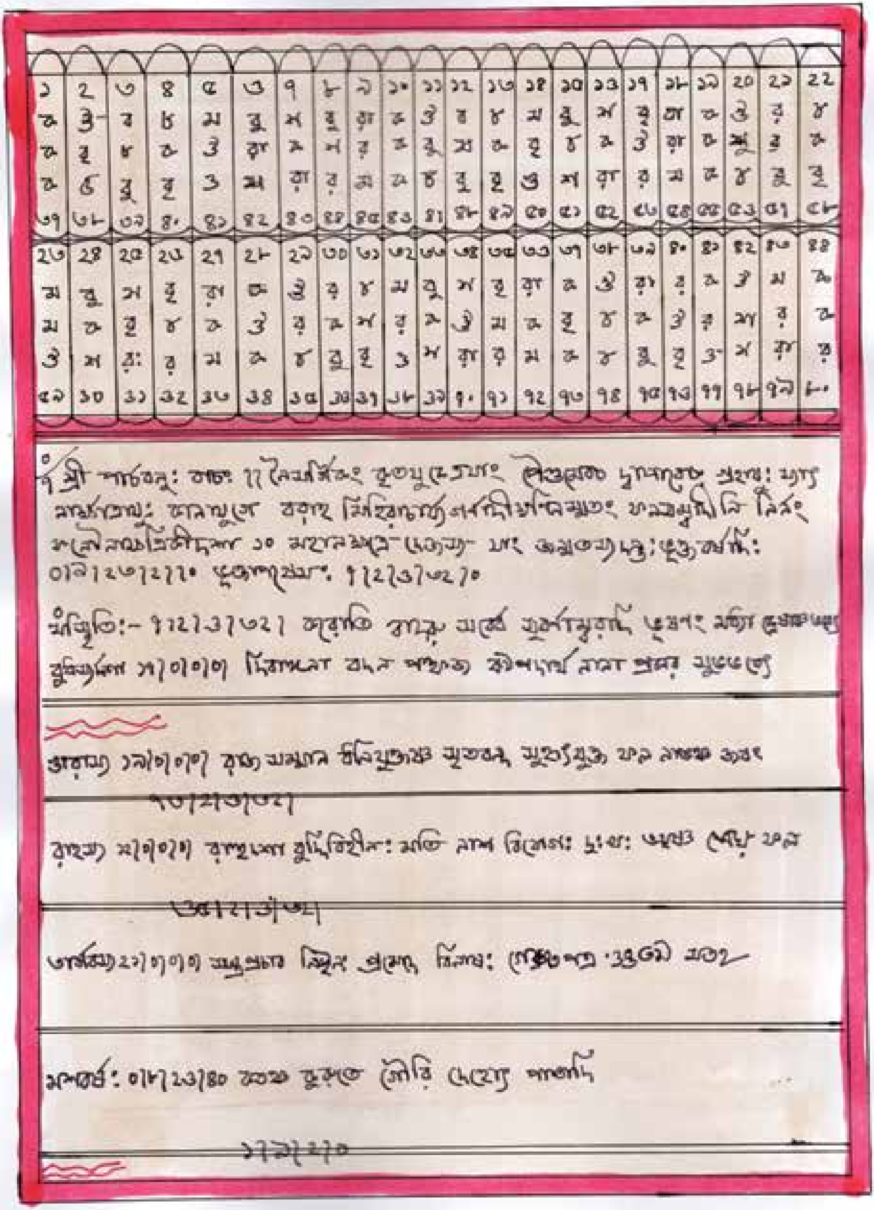


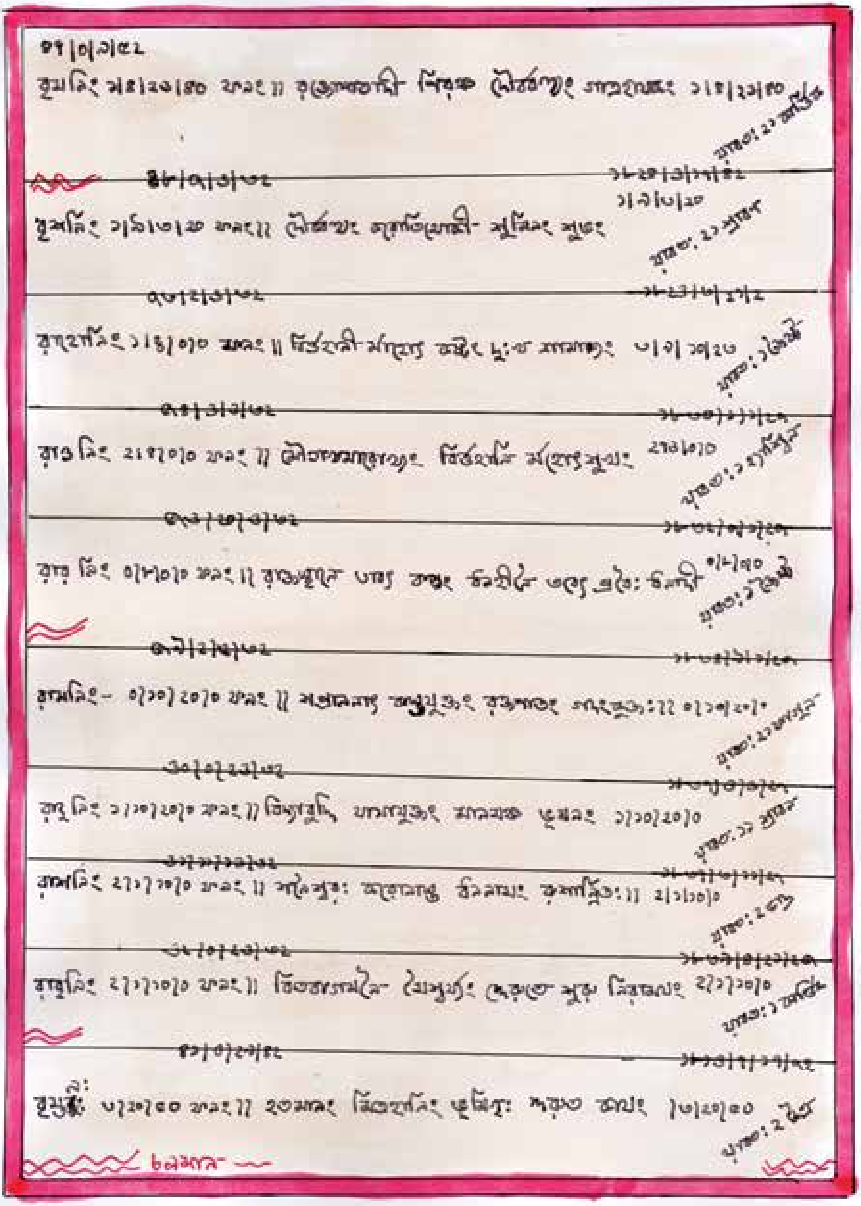
লক্ষ্যনীয়, এখানে মূল কুন্ডলির অনুরূপ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কাটা এবং আবার লেখা অস্পষ্ট হওয়ায় সঠিক লেখার পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি।



গ্রহদৃষ্টিঃ	মেষ	বৃষঃ	মিথুন	কর্কট	সিংহ	কন্যা	তুলা	বিছা	ধনু	মকর	কুম্ভ	মীনঃ
রবিঃ-	৩০	৪৫	৬০	১৫	০	০	০	০	১৫	৪৫	৬০	০
চন্দ্রস্য	৬০	১৫	০	০	০	০	১৫	৪৫	৬			
বুধস্য	৩০	১৫	৬০	১৫	০	০	০	০	১৫	৪৫	৬০	০
ভৌমস্য	০	০.	১৫	৪৫	৬০	০	৩০	৪৫	৬০	১৫	০	০
ভৃগো	৪৫	৬০	১৫	০	০	০	০	১৫	৪৫	৬০	০	৩০
শনি.	৩০	০	০	০	০	৩০	৪৫	৬০	৬০	৩০	৪৫	৬০
রাহুঃ-	৪৫	৬০	৬০	৩০	৩০	৬০	৩০	৪৫	০	৩০	০	০
গুরস্য	৩০	৬০	১৫	০	০	০	০	১৫	৩০	৬০	০	৩০









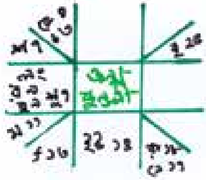
জন্মকুণ্ডলীটি থেকে যতটুকু উপস্থাপন করা গেল, তাতে লক্ষণীয় উপাদান বিদ্যমান। কুণ্ডলীটি শুরু করা হয়েছে হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসীদের মতে তাদের দেবী দুর্গার নাম নিয়ে। পরবর্তী অংশে দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন রাশি এবং গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানের কারণে কোন সময় বা ক্ষণে শুভ-অশুভ বা যে সমস্ত কল্যাণ-অকল্যাণ ঘটবে, এমন ঘটনাসমূহের পূর্বাভাস করা হয়েছে। উল্লেখ্য, আগেই বলেছি, জ্যোতিষ শাস্ত্রের একটি মূল শাখা এই শুভ ঘটনাসমূহ নিশ্চিত করা এবং অশুভ বা অকল্যাণকর ঘটনাসমূহ থেকে রক্ষা পাবার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব থেকে রক্ষা করতে পারে অথবা শুভ সমূহ নিশ্চিত করতে পারে বলে তারা দাবি করেন এমন কিছু রত্ন পাথর যথা হীরা, নিলা, পান্না, রুবি, গোমেদ ইত্যাদি এবং তাদের কিছু উপরত্ন ধারণ করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ এগুলির উপর তারা যথেষ্ট আস্থা-ভক্তিও রাখেন। পুরাতন জন্মকুণ্ডলীটির পর এবার বর্তমান সময়ে ছাপানো একটি রত্নপাথর নির্ধারণী জন্ম কুণ্ডলী ছকের অনুলিপি পরবর্তী পৃষ্ঠায় উপস্থাপন করছি।

জ্যোতিষী — আহমেদ

হস্তরেখা, কোষ্ঠী, সংখ্যাতত্ত্ব, হোরারী ও প্রশ্ন বিচার দ্বারা মানব জীবনের সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করা হয়।
এবং কোষ্ঠী তৈরী করা হয়।
কোন জ্যোতিষী মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখেনা, ভাগ্য উন্নয়নে সঠিক পথ দেখাতে সাহায্য করতে পারে

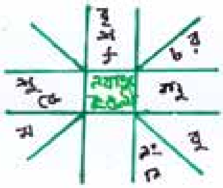
নাম: মোহাম্মদ মাহমুদ জন্মতারিখ: ১২.০৮.১৯৭৪ সময়: ভোর ৪.৪৫ স্থান: হাতিয়া

১। রাশি: বৃষ রাশি
২। লগ্ন: কর্কট
৩। বার: সোমবার
৪। তিথি:
৫। নক্ষত্র: কৃত্তিকা
৬। যোগ:
৭। করণ:
৮। গণ: দেবারীগণ
৯। বর্ণ:
১০। আয়ু:



বিংশোত্তরী মতে মহাদশা

গ্রহদশা	থেকে	পর্যন্ত
রবি	১২.০৮.১৯৭৪	২৭.০৭.১৯৭৬
চন্দ্র	২৭.০৭.১৯৭৬	২৭.০৭.১৯৮৬
মঙ্গল	২৭.০৭.১৯৮৬	২৭.০৭.১৯৯৩
রাহু	২৭.০৭.১৯৯৩	২৭.০৭.২০১১
বৃহস্পতি	২৭.০৭.২০১১	২৭.০৭.২০২৭
শনি	২৭.০৭.২০২৭	২৭.০৭.২০৪৬



নবতারা চক্র

জন্ম	সম্পদ	বিপদ	ক্ষেম	প্রত্যরি	সাধক	নিধন	মিত্র	অতিমিত্র
৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	০১	০২

গ্রহশান্তির রত্নসমূহ:
১। নীলাম্বুরী নীলা
২। রক্ত প্রবাল-জাপানী
৩। গোমেদ-সিংহলী
৪।
৫।

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, জন্মকুণ্ডলী হিন্দু শাস্ত্রের অনুসারীদের গণ্ডি পেরিয়ে মুসলমান জ্যোতিষশাস্ত্রবীদরাও ব্যবহার করছেন। এইমাত্র প্রদর্শিত একজন মুসলমান জ্যোতির্বিদ প্রদত্ত জন্মকুণ্ডলীর শেষ অংশে কিছু রত্ন পাথরের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এটা ভাগ্য পরিবর্তন, কল্যাণ-অকল্যাণ ও নিরাপত্তা লাভের জন্য পাথরের গুণ বা শক্তির উপর নির্ভর করার নামান্তর নয় কি?



নিরাপত্তা ও কল্যাণ লাভের আশায় বিভিন্ন যুগে ইসলামী শরিয়া বহির্ভূত জাতিগোষ্ঠী কর্তৃক ব্যবহৃত যে পদ্ধতিসমূহ এ পর্যন্ত উপস্থাপন করেছি, তার সবগুলোই ইসলামী শরিয়া প্রদর্শিত পথ থেকে ভিন্ন এবং অনেক ক্ষেত্রেই সাংঘর্ষিক। তাদের কিছু বিষয়বস্তু মহান আল্লাহর লানতপ্রাপ্ত শয়তানের তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা। আমি দেখেছি, কেউ কেউ লানতপ্রাপ্ত শয়তানকে আল্লহর প্রতিপক্ষ মনে করে।[৪০] আল্লাহ সর্বশক্তিমান। তাঁর শক্তির কোনো প্রতিপক্ষ আছে বলে যে ধারণা রাখে তাকে মূর্খ ছাড়া আর কী বলে সম্বোধন করা যায়! স্রষ্টার তুষ্টি অর্জনের পথ ছেড়ে মানব জাতির শত্রু, মানবজাতির পরীক্ষার উপকরণ হিসেবে মালিকের ইচ্ছায় তাঁরই আরেক সৃষ্টি দুনিয়ার সীমা পর্যন্ত মানুষের অন্তর, মন ও দেহে প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা প্রাপ্ত শয়তানের তুষ্টি অর্জন করার মধ্যে কি কোনো নিরাপত্তা ও কল্যাণ লাভের আশা থাকতে পারে? নাকি সেগুলি পারোলৌকিক জীবনে ব্যর্থতা অর্জন করার জন্য শয়তানের তৈরি করা ফাঁদ?

অকল্যাণ এবং ক্ষতির ভয় মানবজাতির স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। আলোর অভাবে অনেকে তাদের মনগড়া বিষয়কে আঁকড়ে ধরে। শয়তানের কুমন্ত্রণা আলোকহীন মানুষগুলিকে সহজে বিপথগামী করে।

---

৪০. Theissen, Gerd (1983 [1974]): The Miracle Stories of the Early Christian Tradition (F. McDonagh, Trans.), Philadelphia, PA: Fortress Press, p. 90-91 in Yaacov Shavit, An Imaginary Trio: King Solomon, Jesus and Aristotle, De Gruyter, 2020, P. 128; Michigan State Police, Occult Criminal Investigation: Reference Material, November, 1988, P. 5.

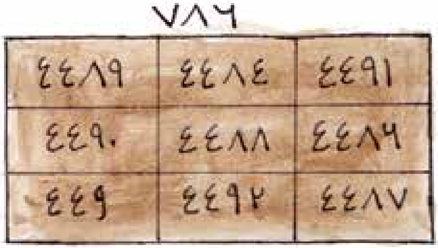
অতীতে মানুষগুলি তাই তাদের তৈরি করে নেয়া উপকরণ ব্যবহার করেছে নিরাপত্তা ও কল্যাণ লাভের আশায়। আজও অনেকেই না বুঝে অথবা বুঝেই সেগুলিকে আঁকড়ে ধরেছে। অনেকগুলি আবার আকর্ষণীয় শৈল্পিক রূপ ধারণ করে আমাদের শরীরে, পোশাকে, অলংকারে বা ঘরে স্থান করে নিয়েছে। হয়তো আমাদের মনে তাদের কোনো প্রভাব নেই, কারণ আমরা হয়তো জানিইনা সেগুলির প্রকৃত ব্যাখ্যা কী বা তাদের শেকড় কোথায়।

কষ্ট পাই যখন দেখি অনেক মুসলমান এক্ষেত্রে এবং অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে তাদের নবীর দেখানো পথ ছেড়ে অন্যদের কৃষ্টি আঁকড়ে ধরেছে। নিরাপত্তা ও কল্যাণ লাভের আমল হিসেবে অনুরূপ কিছু নকশা নিজেদের মতো করে তৈরি করে নিয়েছে। অথচ তাদের নবী ইহুদী, খৃস্টান ও মুশরিকদের অনুকরণ করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহর নাম, আল্লাহর বাণী, আল্লাহর স্মরণের স্থলে তাদের অন্তরে, শরীরে, ঘরে জায়গা করে নেয়া ঐ সমস্ত সংখ্যা, দাগ, নকশা ইত্যাদি থেকে মুসলমানদের দুরে থাকা জরুরী।

ইতিপূর্বে কিছু **সংখ্যা নকশা** উপস্থাপন করেছি। এখন মুসলমানদের ব্যবহার করা কিছু নকশা উপস্থাপন করছি, যেগুলি তারা নিরাপত্তা ও কল্যাণ লাভের আশায় তৈরি করে নিয়েছে। শেখার জন্য বা শেখানোর উদ্দেশ্যে লিখছি না; বরং লিখে রাখছি দেখার এবং দেখানোর জন্য যে, কি বিরাট পথভ্রষ্টতার মধ্যে মুসলমানদের একটি বিরাট অংশ আজ নিপতিত। কয়েকটি উদাহরণ এখানে উপস্থাপন করছি। আশা করছি সেগুলি যথেষ্ট হবে।



নিচের এই নকশাটিকে তারা সূরা আল ক্বারিয়াহ্'র নকশা বলে থাকে।[৪১] তারা বলে, এই নকশাটি লিখে সঙ্গে রাখলে বদনজর এবং সর্বপ্রকার বালা মুসিবত থেকে রক্ষা হয়।



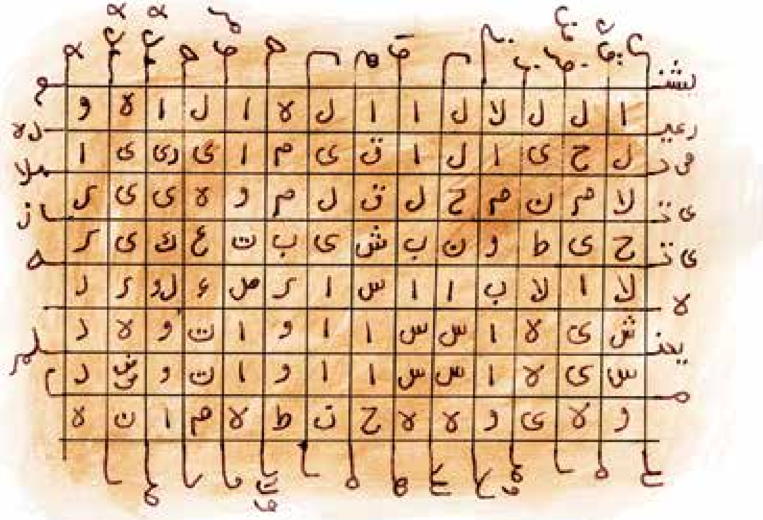
সেরকম নিচের নকশাটি সূরা তাকাসুর এর নকশা।[৪২] এটি ঋণ থেকে মুক্তি লাভ ও ধন-সম্পদ সমাগমের উদ্দেশ্যে আমল হিসেবে তারা ব্যবহার করে থাকে।



৪১. মাওলানা আবু সাঈদ মিশরী, আদি ও আসল সোলেমানী যাদু তাবিজের কিতাব ও মিশরীয় কারামাত, (১-৭ খন্ড), অনুঃ মাওলানা মোহাম্মদ মোফাজ্জল হোসেন খান, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ঢাকা, ২০০৯,পৃঃ ১৯৯।

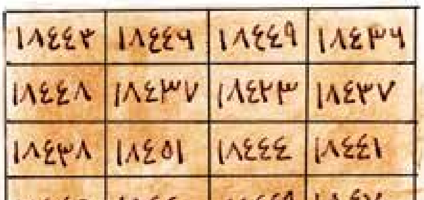
৪২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৯।

তারা পবিত্র আল-কুরআনের আয়াত আল-কুরসির নকশা[৪৩] তৈরি করে নিয়েছে। সেটি নিম্নরূপ।



জ্বীনের আছর হলে তারা এই নকশাটি দিয়ে তাবিজ বানিয়ে গলায় বাঁধতে পরামর্শ দেয়। নিচের নকশাটি সূরা আহক্বাফের।[৪৪] এটিও তারা জ্বীনের আছর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাবিজ বানিয়ে ব্যবহারের পরামর্শ দেয়।

۷۸۶

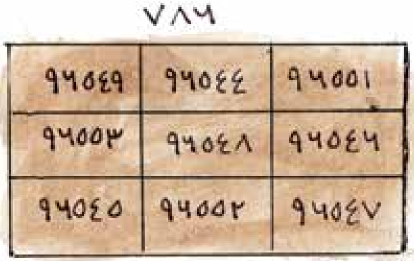


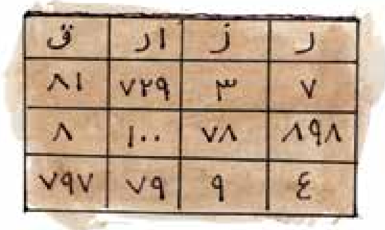
۱۸۴۴۳	۱۸۴۴۶	۱۸۴۴۹	۱۸۴۳۶
۱۸۴۴۸	۱۸۴۳۷	۱۸۴۲۳	۱۸۴۲۷
۱۸۴۳۸	۱۸۴۵۱	۱۸۴۴۴	۱۸۴۴۱
۱۸۴۴۵	۱۸۴۴۰	۱۸۴۴۹	۱۸۴۷۰

৪৩. খাজা আশরাফ আলী সাহেব লাখনুবী, আদি ও আসল নকসে সোলায়মানী (১-৪ খণ্ড), অনুঃ মাওলানা বদিউল আলম সাহেব, মোহাম্মদী কুতুবখানা, ঢাকা, পৃঃ ২৪৩।

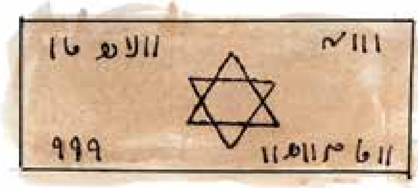
৪৪. মাওলানা আবু সাঈদ মিশরী, ২০০১, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯০।

হাতে তৈরি করা নিচের নকশাটি সূরা মারিয়ামের।[৪৫] এই নকশাটি ধন সম্পদ অর্জনের এবং সেইসাথে বালা মুসিবত থেকে নিরাপদ থাকার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার পরামর্শ দেয়া হয়। এরূপ নকশা শুধু একটি নয়; অনেক রয়েছে। কোন কোনটি সূরার নকশা হলেও কোন কোনটি তা নয়। তারা বিশ্বাস করে, নিচের এই নকশাটি লিখে সঙ্গে রাখলে কখনো অপরের মুখাপেক্ষী হতে হবে না।[৪৬] অথচ হযরত আলী (রাঃ) দোয়া শেখালেন, 'হে আল্লাহ আপনাকে ছাড়া আমাকে কারো মুখাপেক্ষী করিয়েন না। এবং স্বীয় অনুগ্রহে আমায় স্বচ্ছলতা দিন'।[৪৭]





নিচের নকশাটিতে ছয় তীর বিশিষ্ট তারকা লক্ষণীয়। তারা বলে, এটি আঁকিক পাথরে অথবা রৌপ্যে খোদাই করে আংটি হিসেবে ব্যবহার করলে অপরের মুখাপেক্ষী হতে হবে না।[৪৮] নাউজুবিল্লাহ।



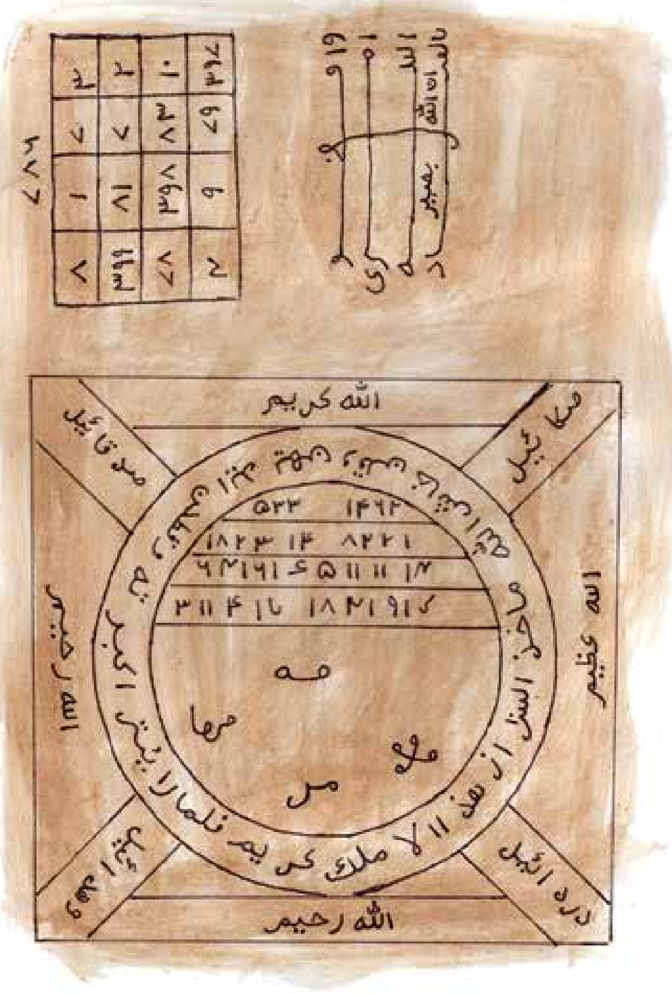
৪৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৪।

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৩।

৪৭. জামী' আত-তিরমিযী, হাদিস নং ৩৫৬৩ (আন্তর্জাতিক)।

৪৮. খাজা আশরাফ আলী সাহেব লাখনুবী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৭।

আমি পুরাতন কিছু তাবীজ খুলে সেগুলিতে ব্যবহার করা তাবিজের নকশা দেখার চেষ্টা করেছি। সেরকম একটি তাবিজে নীচের নকশাগুলি পেয়েছি। নকশাগুলি একটি স্বচ্ছ কাগজের উপরে কালো কালিতে নিম্নরূপে উপস্থাপিত ছিল।



অনুরূপ আরেকটি বেশ পুরাতন তাবিজ থেকে প্রাপ্ত নকশা এখন উপস্থাপন করছি। তাবিজটির কাগজের কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সে অংশগুলির পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি। প্রাপ্ত নকশাগুলির প্রতিলিপি হুবহু উপস্থাপন করার চেষ্টা করলাম। সম্পূর্ণ তাবিজটিতে চারটি অংশ রয়েছে। সেগুলি একটি লম্বা কাগজে জাফরান অথবা লাল রঙের কালিতে লেখা। সেগুলি পৃথক নকশার সমন্বয় হতে পারে। যাই হোউক, সবগুলি অংশকে একসাথে পরবর্তী পৃষ্ঠায় উপস্থাপন করছি।

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, তাবিজটিতে সংখ্যার ব্যবহার থাকলেও এটিতে আরও রয়েছে আল্লাহর গুণবাচক নামের জিকির, আল্লাহর নামে শুরু করা, চার খলিফার নাম, নবীজীর উপর দরুদ এবং নিরাপত্তা লাভের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া।




يا فتاح
بسم الله الرحمن الرحيم

মুসলমানদের এই তাবিজগুলির সাথে এই বইয়ের শুরুতে প্রদর্শিত অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের এমুলেট বা কন্ঠহারগুলির মিল লক্ষণীয়। কাজেই এভাবে মুসলমানদের সমাজে ভিন্ন ধর্মের কৃষ্টি প্রচলিত এবং লালিত পালিত হচ্ছে যা অদ্যাবধি অধিকাংশ মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় বিরাজমান। নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি আছে অথবা নাই, কুরআনের এরূপ আয়াতকে তাবিজ বানিয়ে গলায় ঝুলিয়ে অথবা আয়াতসমূহ আবজাদ অথবা হিসাব-আল-আরাবী বা অন্য কোন উপায়ে গাণিতিক সংখ্যায় সাংকেতিকভাবে উপস্থাপন করলেও তাদের বিশ্বাস যে, সেগুলি তাদের নিরাপত্তা বা কল্যাণ বা উভয়ই প্রদান করবে।

কিন্তু এর মধ্য দিয়ে তারা আল্লাহর স্মরণ থেকে বিচ্যুত হয়ে সেই তাবিজে আস্থাবান হয়ে পড়েছে। অথচ তারা জানেইনা তাবিজের খোলসের ভেতরে কাগজে তাবিজ-হুজুর কি লিখেছেন। তাহলে তাদের আমল কিসে? তাওয়াক্কুল বা আস্থা কি মহান আল্লাহর উপরে? নাকি তাবিজে যা খোলসে-মোমে আবদ্ধ? নাকি সেই তাবিজ যে দিয়েছেন, সেই তাবিজ হুজুরে?

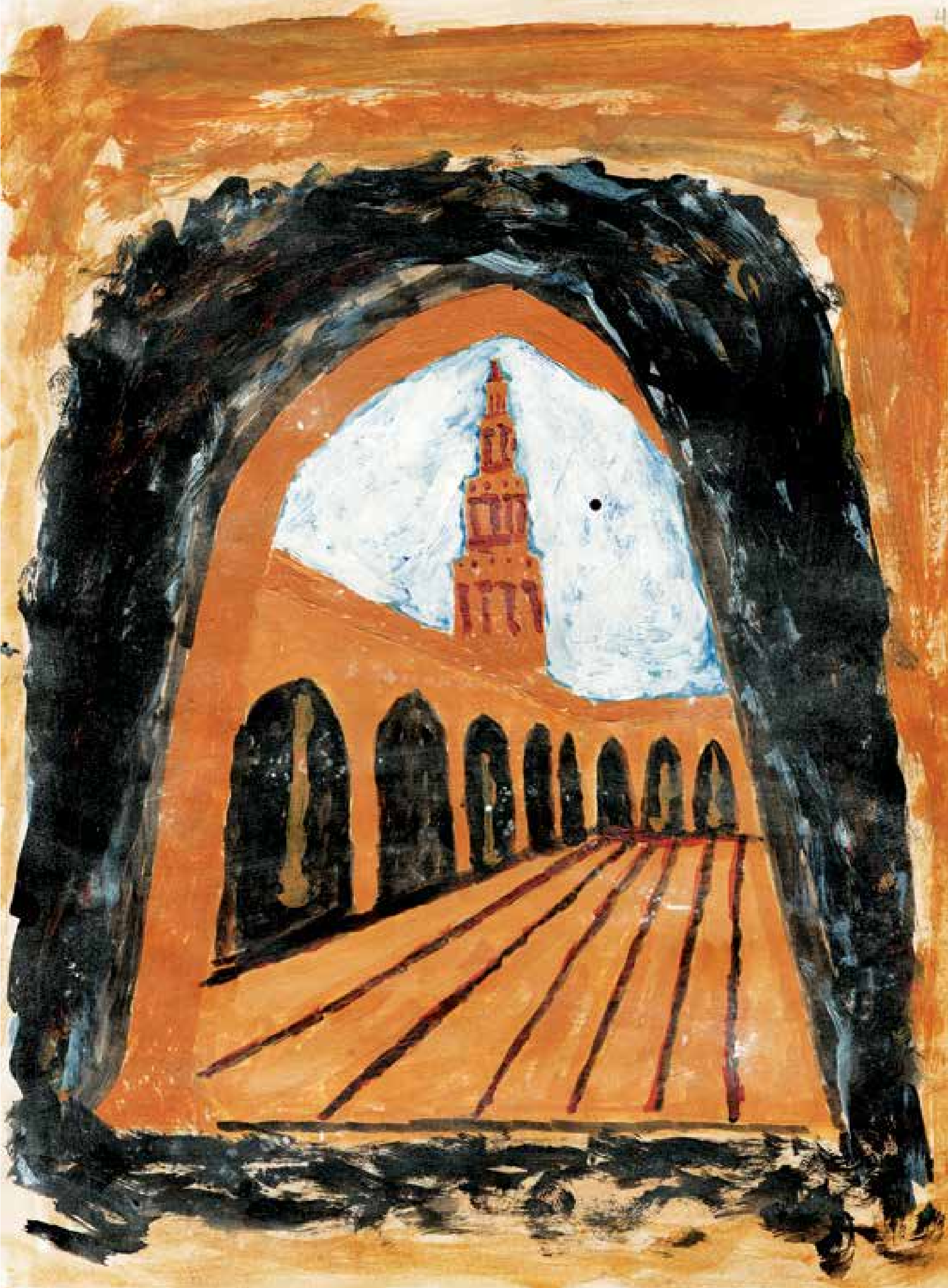
এটাতো শিরক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি তাবিজ লটকালো, আল্লাহ তাকে পূর্ণতা দেবেন না। সাধারণ তাবিজ ও ভালোবাসা সৃষ্টির তাবিজ ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে শিরক। ফাতহুল মাজীদ গ্রন্থে আব্দুল আজিজ বিন বাজ বলেন, তাবিজ ব্যবহার করা জাহিলি যুগের আমল।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি কোনকিছু ধারণ করবে, তাকে ওই জিনিসের কাছেই সোপর্দ করা হবে। এই জন্যই কি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা ইউসুফ এর ১০৬ নম্বর আয়াতে বলেন, তাদের অধিকাংশ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তবে শিরক করা অবস্থায়। একটি ঘটনার উল্লেখ না করলেই নয়। একদা রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে একদল লোক উপস্থিত হল। নবীজী দলটির নয়জনকে বাইয়াত করালেন, একজনকে করালেন না। কারণ জানতে চাইলে নবীজী বললেন, তার সাথে তাবিজ রয়েছে। এরপর সেই ব্যক্তি স্বহস্তে তা ছিঁড়ে ফেললে নবীজী তাকে বাইয়াত করালেন। আর বললেন,

যে ব্যক্তি তাবিজ ব্যবহার করল, সে শিরক করল।[৪৯] জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলেও নবীজী যেখানে তার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে বললেন, সেখানে নিরাপত্তার জন্য এবং কল্যাণের জন্য নকশা আর তাবিজের ব্যবহারে বান্দা আল্লাহ বিস্মৃত নয় কি? রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে দোয়ায় মনোযোগ নাই, সে দোয়া কবুল হয় না। নকশা ও তাবিজে বান্দা যেখানে আল্লাহ বিস্মৃত, সেখানে চাওয়ায় মনোযোগ কোথায়? অনেক ক্ষেত্রে আল্লাহর কাছে চাওয়াই তো নাই। আর বান্দা যদি আল্লাহর কাছে নাইই চাইলো, তাহলে ঐ সমস্ত নকশা আর তাবিজ কী ফল দেবে কে জানে! আর নবীজী যখন বললেন, ওটা ব্যবহার করা শিরক, তখন আল্লাহর সাথে শিরকের পাপ করে নিরাপত্তা ও কল্যাণ চিরস্থায়ীভাবে অর্জন করা সম্ভব হতে পারে না; যদি না আল্লাহর ইচ্ছা অন্য কিছু থাকে। আমরা চাই, আল্লাহ আমাদের যেন সরল পথ প্রদর্শন করেন। সরল পথের দিশা রয়েছে আল্লাহর বাণীতে। সরল পথের দিশা রয়েছে নবীজীর দেয়া শিক্ষায়। দরজার ওপাশেই সরল পথের আলোকিত রাজ্য।

---

৪৯. হাদিসটি আহমদ এর ১৬৯৬৯ নং (আন্তর্জাতিক) এবং শায়েখ আল-বানি (রাঃ) এর আল-সিলসিলাহ আল-সাহীহাহ গ্রন্থের ৪৯২ নং (আন্তর্জাতিক) হাদিস যেটিকে তিনি সহীহ বলেছেন।




بسم الله الرحمن الرحيم



পবিত্র কুরআনুল কারীমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন, 'নিশ্চয় এ হল মুমিনদের জন্যে হেদায়েত ও রহমত। আপনার রব নিজ শাসন ক্ষমতা অনুযায়ী তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। তিনি পরাক্রমশালী, সুবিজ্ঞ।' (সূরা নমল, আয়াত ৭৭-৭৮)

পবিত্র কুরআন মানব জাতির জন্য পথপ্রদর্শক। এতে মানব জীবনের সব সমস্যার সমাধান বিদ্যমান। কুরআন তেলাওয়াত, অধ্যায়ন ও আমলের মাঝেই কল্যাণ ও নিরাপত্তা নিহিত। এ দাবির সপক্ষে পবিত্র কুরআনে আল্লাহর বাণী সমূহের কিছু এখানে উল্লেখ করছি। সূরা আনআমের (৩৮) নম্বর আয়াতে আল্লাহর ঘোষণা, 'কিতাবে কিছুই আমি বাদ দেইনি।' সূরা ইউনুসের (৬১) নম্বর আয়াতে, ...তা অপেক্ষা ক্ষুদ্র অথবা বৃহত্তর কিছুই নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।' সূরা হুদের (৬) নম্বর আয়াতে, 'সুস্পষ্ট কিতাবে সবকিছুই আছে।' সূরা নমল এর (৭৫) নম্বর আয়াতে, 'আকাশে



ও পৃথিবীতে এমন কোন গোপন রহস্য নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।' তাহলে মানব কল্যাণ ও নিরাপত্তা লাভের পথ কুরআন আমাদের দেখাবেনা, সেটা কি হতে পারে? আর কুরআনে প্রদর্শিত পথ এর তুলনায় উত্তম পথ বা পন্থা আর কী হতে পারে? সূরা তাওবার (৫১) নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'তাদের বলে দাও আল্লাহ আমাদের জন্য যা লিখে দিয়েছেন, তা ছাড়া আর কোন (ভালো বা মন্দ) কিছুই আমাদের হয় না। আল্লাহই আমাদের অভিভাবক ও কার্যনির্বাহক এবং ঈমানদারদের তাঁরই উপর ভরসা করা উচিত।'

অবশ্যই নিরাপত্তা ও কল্যাণ লাভের প্রত্যাশাকারি ঈমানদার ব্যক্তিদের উচিত হবে কেবলমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করা।

সংশ্লিষ্ট আয়াত সমূহ

وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِي السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ
اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝

সূরা আন নামল : ৭৫

وَاِنَّهٗ لَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝
اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهٖ
وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ۝

সূরা আন নামল : ৭৭-৭৮

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا طٰٓئِرٍ
يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّآ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ
مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ
يُحْشَرُوْنَ ۝

সূরা আন আম : ৩৮

শাব্দার্থ সমূহ

وَمَا	مِن	غَآئِبَةٍ	فِي	السَّمَاءِ	وَالْأَرْضِ
এবং না	কোন কিছু	গোপন	মধ্যে	আকাশ	এবং ভূমি পৃথিবী

إِلَّا	فِي	كِتَٰبٍ	مُّبِينٍ	٧٥
কিন্তু	মধ্যে	বই পুস্তক	পরিস্কার	

وَإِنَّهُۥ	لَهُدًى	وَرَحْمَةٌ	لِّلْمُؤْمِنِينَ	٧٧
এবং সত্যই ইহা	অবশ্যই এক পথ প্রদর্শক	এবং করুণা	বিশ্বাসীদের জন্য	

إِنَّ	رَبَّكَ	يَقْضِي	بَيْنَهُم
সত্যই	তোমার রব	বিচার করবেন মিমাংসা করে দিবেন	তাদের মাঝে

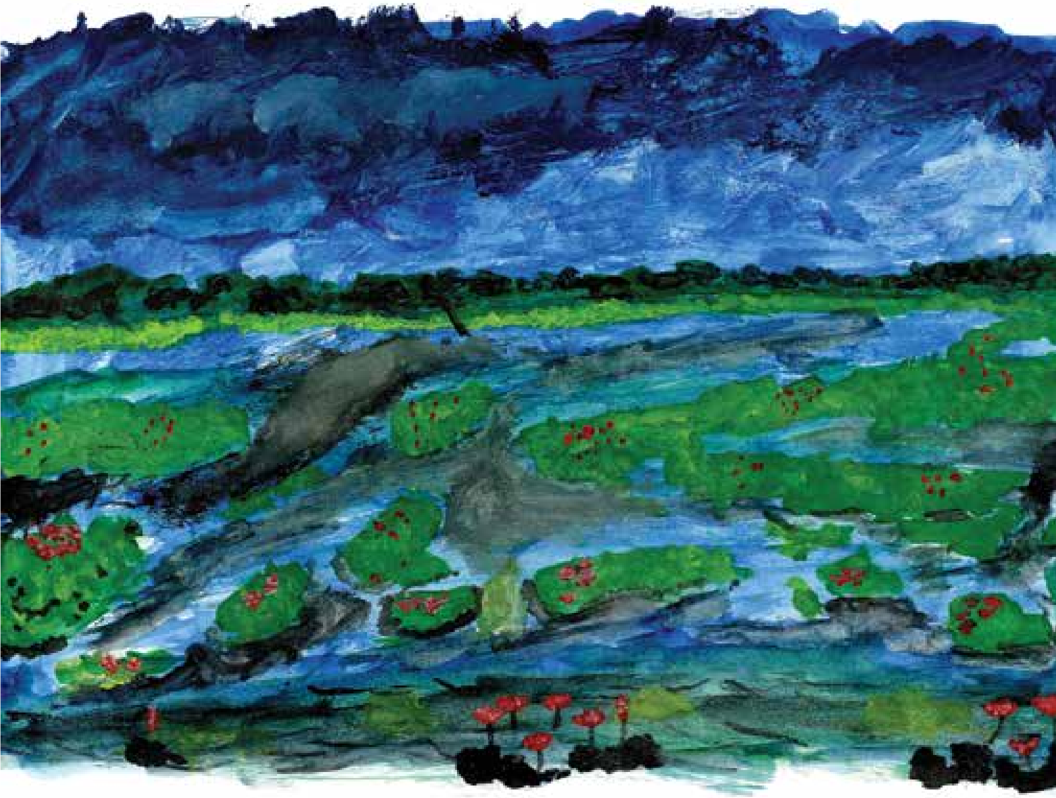
بِحُكْمِهِۦ	وَهُوَ	الْعَزِيزُ	الْعَلِيمُ	٧٨
তাঁর হুকুমে	এবং তিনি	পরাক্রমাশালী	সর্বজ্ঞ	

وَمَا	مِن	دَآبَّةٍ	فِي	الْأَرْضِ	وَلَا	طَٰٓئِرٍ
এবং না	কোন	বিচরণশীল কোন জন্তু	মধ্যে	পৃথিবীতে	এবং না	পাখি

يَطِيرُ	بِجَنَاحَيْهِ	إِلَّآ	أُمَمٌ	أَمْثَالُكُم	مَّا	فَرَّطْنَا
উড়ে	তার দুডানা দিয়ে	এছাড়া যে	প্রজাতি	তোমাদের মত	না	আমরা ত্রুটি রেখেছি

فِي	الْكِتَٰبِ	مِن	شَيْءٍ	ثُمَّ	إِلَىٰ
মধ্যে	কিতাবের	কোন	কোনকিছু	এরপর	দিকে

رَبِّهِمْ	يُحْشَرُونَ	٣٨
তাদের রব	তাদের একত্র	



সংশ্লিষ্ট আয়াত

وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَاْنٍ وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ

مِنْ قُرْاٰنٍ وَّلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ

اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ

فِيْهِ ؕ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ

مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي

السَّمَآءِ وَلَآ اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ

وَلَآ اَكْبَرَ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ

সূরা ইউনুস : ৬১

শব্দার্থ সমূহ

تَتْلُوْ	তুমি তিলাওয়াত কর
وَمَا	এবং যা কিছু
شَاْنٍ	যেকোন কর্মে/অবস্থা
فِيْ	মধ্যে
تَكُوْنُ	তুমি থাকো
وَمَا	এবং না
تَعْمَلُوْنَ	তোমরা কাজ কর
وَلَا	এব না
قُرْاٰنٍ	কুরআন
مِنْ	হতে
مِنْهُ	তা সম্পর্কে
عَلَيْكُمْ	তোমাদের উপর
كُنَّا	আমরা থাকি
اِلَّا	এছাড়া যে
عَمَلٍ	কাজ
مِنْ	কোন
وَمَا	এবং না
فِيْهِ	তার মধ্যে
تُفِيْضُوْنَ	তোমরা প্রবৃত্ত হও
اِذْ	যখন
شُهُوْدًا	সাক্ষী
مِّثْقَالِ	পরিমাণও
مِنْ	কোন
رَّبِّكَ	তোমার রবের
عَنْ	থেকে
يَعْزُبُ	অগোচরে থাকে
السَّمَآءِ	আকাশের
فِيْ	মধ্যে
وَلَا	এবং না
الْاَرْضِ	পৃথিবী
فِيْ	মধ্যে
ذَرَّةٍ	অণু
وَلَآ	এবং না
ذٰلِكَ	এটার
مِنْ	চেয়ে
اَصْغَرَ	ক্ষুদ্রতর
وَلَآ	এবং না
مُّبِيْنٍ	সুস্পষ্ট
كِتٰبٍ	গ্রন্থে
فِيْ	মধ্যে
اِلَّا	এছাড়া
اَكْبَرَ	বৃহত্তর

সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا
وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي
كِتَابٍ مُبِينٍ

সূরা হুদ : ৬

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا
هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

সূরা তাওবা : ৫১

শব্দার্থ সমূহ

الْاَرْضِ	পৃথিবীর
فِي	মধ্যে
دَآبَّةٍ	বিচরনশীল জীব
مِنْ	কোন
وَمَا	এবং নেই
وَيَعْلَمُ	এবং তিনি জানেন
رِزْقُهَا	তার জীবিকার
اللّٰهِ	আল্লাহরই
عَلَى	উপরে
اِلَّا	এছাড়া
فِي	মধ্যে
كُلٌّ	সবই
وَمُسْتَوْدَعَهَا	তার অস্থায়ী অবস্থান
مُسْتَقَرَّهَا	তার স্থায়ী অবস্থান
لَّنْ	কখনো না
قُلْ	বলো
مُّبِيْنٍ	সুস্পষ্ট
كِتٰبٍ	এ কিতাবের
اللّٰهُ	আল্লাহ
كَتَبَ	নির্ধারিত করেছেন
مَا	যা
اِلَّا	এছাড়া
يُّصِيْبَنَا	আমাদের কাছে পৌঁছুবে
وَعَلَى	এবং উপর
مَوْلٰنَا	আমাদের অভিভাবক
هُوَ	তিনিই
لَنَا	তোমাদের জন্য
الْمُؤْمِنُوْنَ	মুমিনদের
فَلْيَتَوَكَّلِ	নির্ভর করা উচিত
اللّٰهِ	আল্লাহরই



আল কুরআনে সন্নিবেশিত আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বাণী ফলপ্রসূভাবে আলোচনা করার জন্য সাথে হাদিসের আলোচনা আবশ্যক হয়ে ওঠে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করেছেন, যা করার আদেশ করেছেন এবং যা করার অনুমোদন দিয়েছেন, সেগুলির সমষ্টিগত জ্ঞানের ভান্ডার হচ্ছে হাদিস। হাদিসের জ্ঞানের ভান্ডার সরিয়ে রেখে পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াতের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করা কেবল দুরূহ নয়, অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'জেনে রাখো আমি কুরআন প্রাপ্ত হয়েছি এবং তার সাথে আরও অনুরূপ আরেকটি জিনিস। অচিরেই দেখা যাবে, এক লোক ভরা পেটে তার খাটের উপর থেকে বলবে, তোমরা এই কুরআনকে আঁকড়ে ধর। এতে যে সমস্ত বস্তু হালাল পাবে, সেগুলোকে হালাল মনে করো, আর যেসব বস্তুকে হারাম পাবে, সে গুলোকে হারাম মনে করো।' এই হাদিসটি মিকদাদ ইবনে মাদিকারাব থেকে বর্ণিত এবং আবু দাঊদের হাদিস গ্রন্থে সংকলিত।[৬০] আলেমগণ মনে করেন 'সাথে আরও অনুরূপ আরেকটি জিনিস' হচ্ছে হাদিস।

---

৬০. শাইখ আব্দুলাহ আল কাফী, হাদীসের মর্যাদা ও হাদীস অমান্য করার পরিণতি,

http://askislambd.weebly.com/vw-h1.html; শাইখ আব্দুল্লাহিল হাদী (ভৌফ.),

http://imam.gov.bd/singlepost/284, ৬ আগস্ট ২০২২ তারিখে সংগৃহীত।

কত বাস্তব এই হাদিসের কথা। বর্তমান সমাজে একশ্রেণীর মানুষের বক্তব্য হচ্ছে, হাদিস অর্থাৎ সুন্নাহ মানার প্রয়োজন নেই। তারা বলতে চায়, শুধু কুরআন যথেষ্ট। এরা নিজেদেরকে আহলে কুরআন বা কুরআনের অনুসারী বলে দাবি করে। অথচ তারা এই কথার দ্বারা কুরআনের আয়াতকেই অস্বীকার করে যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে কিছু আয়াত দেখে নেই। তাহলে পরিষ্কার হয়ে যাবে সুন্নাহ বা হাদিস পরিত্যাগ করে আহলে কুরআন হওয়া যায় কিনা। এতে দেখা যাবে, আহলে কুরআন হতে হলে কুরআনের সাথে সুন্নাহ বা হাদিসকেও শক্তভাবে আঁকড়ে ধরতে হয়। এ প্রসঙ্গে নবীজীর হাদিসটি এই বইতে উপযুক্ত স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা মুহাম্মদ এর ৩৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আদেশ করেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য করো... ।' সূরা নিসার ৫৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাঁর এবং রাসূলের আনুগত্য করার সাথে সাথে উলুল আমর তথা মুসলিম শাসকেরও আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ আদেশ করেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো ও রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের শাসকবর্গের।' এই আয়াতের বাণি জানার পাশাপাশি আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়। আর সেটি হচ্ছে, কুরআনের ভাষার উচ্চতা। ব্যাখ্যা করার মত জ্ঞান আমি রাখি না। তবে 'আলেমগণের আলোচনা থেকে ইঙ্গিত হিসেবে শুধু এটুকুই উল্লেখ করতে চাই যে, এই আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন 'আতিউ' কেবলমাত্র আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। শাসকবর্গের ক্ষেত্রে করেননি।[৬১] কোন বিষয়ে মতভেদ হলে সমাধান কিভাবে করতে হবে, সেটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আয়াতের পরের অংশে বলে দিয়েছেন, 'তোমরা কোন বিষয়ে মতবিরোধ করলে তার সমাধানের জন্য আল্লাহ এবং রাসূলের শরণাপন্ন হবে।'

সূরা নিসার ৬৫ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ আরো বলেন, 'কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হতে পারবে না যে পর্যন্ত তারা পরস্পর বিরোধের বিষয়ে সমাধানের জন্য তোমাকে বিচারক বা ফয়সালাকারী

৬১. প্রাগুক্ত।

হিসেবে মেনে না নেবে, তারপর তুমি যে ফয়সালা করবে তা দ্বিধাহীন অন্তরে গ্রহণ না করবে এবং তার প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ না করবে।'

কুরআনের এই আয়াত সমূহ নবীজীর হাদিস এর গুরুত্ব অনুধাবন করার জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। তবে যে বুঝতে চাইবে না, তাকে বোঝাবে এমন কে আছে আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া? যাই হোউক, আমি বুঝেছি, হাদিস পরিত্যাগ করলে কুরআনের অনেক আয়াতকে অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হতে পারে। ফলে পথভ্রষ্টতা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠতে পারে। আরো বলে রাখি, কুরআনে রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য ছাড়াও তাঁকে অনুসরণ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সূরা আল ইমরান এর ৩১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'বল যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমাকে অনুসরণ করো, এতে আল্লাহ তোমাদিগকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করবেন।'

সূরা আহযাব এর (২১) নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় তোমাদের জন্য রাসূলাল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে...' এরপরও রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ-লাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস পরিত্যাগ করার কোন উপায় থাকে কি? এখানে অনুসরণ করার অর্থ হতে পারে 'অবিকল তার কর্মের মত করে কর্ম করা।' কেবলমাত্র হাদিসের শিক্ষা থেকেই রাসূলের কর্মপদ্ধতি জানা সম্ভব। এছাড়াও সূরা হাশরের (৭) নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো।'

এমতাবস্থায় কুরআনের শিক্ষা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে চাই হাদিসের জ্ঞাণ। তাই নবীজী বিদায় হজ্বের খুতবায় বলেন, '...অবশ্যই আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি, যদি তা দৃঢ়তার সাথে ধারণ করো, তবে কখনই তো-মরা পথভ্রষ্ট হবে না; আর তা হলো আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নবীর সুন্নাহ।' অর্থাৎ কুরআন ও নবীজীর হাদিস।[৬২]

৬২. হাকেম, হাদিস নং ৩১৮ (আন্তর্জাতিক); সহীহ তারগীব, হাদিস নং ৩৬ (আন্তর্জাতিক)।

আলোচ্য অংশের সংশ্লিষ্ট আয়াত সমূহ এবং সংশ্লিষ্ট শব্দ সমূহের অর্থ লেখার পরবর্তী অংশে প্রয়োজনমত কুরআনের আয়াত ও হাদিস সমূহ আলোচনা করা হয়েছে, যেগুলি এই পুস্তকের মূল বিষয়বস্তু অর্থাৎ কল্যাণ ও নিরাপত্তা লাভের সাথে সংশ্লিষ্ট।



সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ
اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْٓا اَعْمَالَكُمْ ۝

সূরা মুহাম্মদ : ৩৩

يَٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ
اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ
فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى
اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ
وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ۝

সূরা নিসা : ৫৯

শব্দার্থ সমূহ

আরবি	অর্থ
اَللّٰهَ	আল্লাহর
الرَّسُوْلَ	রাসূলের
اَطِيْعُوا	তোমরা আনুগত্য কর
اٰمَنُوْٓا	ঈমান এনেছে
الَّذِيْنَ	যারা
يٰٓاَيُّهَا	হে
اَعْمَالَكُمْ/ اَعْمٰلَكُمْ	তোমাদের আমল বা কর্ম সমূহ
تُبْطِلُوْٓا	তোমরা বিনষ্ট কর
وَلَا	এবং না
فَاِنْ	যদি অতঃপর
مِنْكُمْ	তোমাদের মধ্যে হতে
الْاَمْرِ	দায়িত্বশীলদের
وَاُوْلِى	এবং অধিকারীর
اِلَى	প্রতি
فَرُدُّوْهُ	তবে তা প্রত্যার্পণ কর
شَيْءٍ	কোন কিছুর
فِيْ	ব্যাপারে
تَنَازَعْتُمْ	তোমরা মতভেদ কর
بِاللّٰهِ	আল্লাহর উপর
تُؤْمِنُوْنَ	তোমরা ঈমানদার
كُنْتُمْ	হয়ে থাক
اِنْ	যদি
وَالرَّسُوْلِ	এবং রাসূলদের
اللّٰهِ	আল্লাহর
خَيْرٌ	উত্তম
ذٰلِكَ	এটা
الْاٰخِرِ	আখিরাতের
وَالْيَوْمِ	ও দিনের
تَاْوِيْلًا	পরিণতিতে
وَاَحْسَنُ	ও প্রকৃষ্টতার

সংশ্লিষ্ট আয়াত সমূহ

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ
اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

আল ইমরান : ৩১

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ
فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ
حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

নিসা : ৬৫

শব্দার্থ

قُلْ	اِنْ	كُنْتُمْ	تُحِبُّوْنَ	اللّٰهَ	فَاتَّبِعُوْنِيْ
বল	যদি	তোমরা	ভালবাস	আল্লাহ	তবে আমাকে অনুসরণ কর
يُحْبِبْكُمُ	اللّٰهُ	وَيَغْفِرْ	لَكُمْ		
তোমাদের ভাল বাসবেন	আল্লাহ	এবং তিনি ক্ষমা করবেন	তোমাদের		
ذُنُوْبَكُمْ	وَاللّٰهُ	غَفُوْرٌ	رَّحِيْمٌ		
তোমাদের অপরাধ	এবং আল্লাহ	ক্ষমাশীল	দয়ালু		

فَلَا	وَرَبِّكَ	لَا يُؤْمِنُوْنَ	حَتّٰى	يُحَكِّمُوْكَ
কিন্তু না	তোমার রবের	বিশ্বাস করবেনা	যতক্ষণ পর্যন্ত	তোমাকে বিচারক মানে
فِيْمَا	شَجَرَ	بَيْنَهُمْ	ثُمَّ	لَا
যে বিষয়	উপস্থিত হয়	তাদের মধ্যে	তখন	না
يَجِدُوْا	فِيْٓ	اَنْفُسِهِمْ	حَرَجًا	مِّمَّا
তারা খুঁজে পায়	মধ্যে	তাদের	দ্বিধা	বিষয়ে
قَضَيْتَ	وَيُسَلِّمُوْا	تَسْلِيْمًا		
তোমাদের সিদ্ধান্তকে	এবং অনুগত	পূর্ণ আনুগত্যে		

সংশ্লিষ্ট আয়াত সমূহ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ
اللّٰهَ كَثِيْرًا ۞

আহযাব : ২১

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى
فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَ
الْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ كَىْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ
بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ
فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ
اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۞

হাশর : ৭

শব্দার্থ

আরবি	অর্থ
اَللّٰهِ	আল্লাহর
رَسُوْلِ	রাসূলের
فِيْ	মধ্যে
لَكُمْ	তোমাদের জন্য
كَانَ	রয়েছে
لَقَدْ	নিশ্চয়ই
يَرْجُوْا	আশা রাখে
كَانَ	হলো
لِّمَنْ	(তার) জন্য যে
حَسَنَةٌ	উত্তম
اُسْوَةٌ	আদর্শ
اَللّٰهَ	আল্লাহকে
وَذَكَرَ	এবং স্মরণ করে
اَلْاٰخِرَ	শেষ
وَالْيَوْمَ	ও দিনের
اَللّٰهَ	আল্লাহর
كَثِيْرًا	অধিক
اَلْقُرٰى	জনপদ
اَهْلِ	বাসীদের
مِنْ	হতে
رَسُوْلِهٖ	তার রাসূলকে
عَلٰى	উপরে
اَللّٰهُ	আল্লাহ
مَآ اَفَآءَ	যা কিছু দিয়েছেন
فَلِلّٰهِ	আল্লাহর জন্য তা
وَلِلرَّسُوْلِ	ও রাসূলের জন্য
وَلِذِى	এবং জন্যে
اَلْقُرْبٰى	নিকট আত্মীয় স্বজনদের
كَيْ	যাতে
السَّبِيْلِ	পথিকদের
وَابْنِ	ও
وَالْمَسٰكِيْنِ	ও অভাবগ্রস্তদের
وَالْيَتٰمٰى	ও ইয়াতীমদের

يَكُوْنَ لَا	دُوْلَةً	بَيْنَ	الْاَغْنِيَاءِ	مِنْكُمْ
না হয়	আবর্তিত	মাঝে	বিনীদের	তোমাদের মধ্যে

وَمَآ	اٰتٰكُمُ	الرَّسُوْلُ	فَخُذُوْهُ	وَمَا
এবং যা	তোমাদের দান করেন	রাসূল	তা তোমরা অত:পর গ্রহণ কর	এবং যা

نَهٰكُمْ	عَنْهُ	فَانْتَهُوْا	وَاتَّقُوا
তোমাদের নিষেধ করেন	তা থেকে	তোমরা অত;পর বিরত হও	এবং তোমরা ভয় কর

اللّٰهَ	اِنَّ	اللّٰهَ	شَدِيْدُ	الْعِقَابِ
আল্লাহকে	নিশ্চয়ই	আল্লাহ	কঠোর	শাস্তিদানে



সূরা আল-ফাতিহা

আল কুরআনের প্রথম সূরার নাম ফাতিহা বা ফাতিহাতুল কিতাব। এই সূরাটি আল-কুরআনের শুরুতে থাকে। ফাতিহা শব্দের অর্থ হলো ভূমিকা বা মুখবন্ধ। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তের প্রথমদিকে সূরা আল-ফাতিহা নাযিল হয় এবং সূরাটি পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসেবেই নাযিল

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ۝

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَٰلَمِينَ ۝

الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ۝ مَٰلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ اهْدِنَا

الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ

أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ

وَلَا الضَّآلِّينَ ۝

হয়েছিল। সূরা আল-ফাতিহা মূলতঃ প্রার্থনা। এতে সাতটি আয়াত রয়েছে। সূরা হিজর (১৫:৮৭) এ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, 'আমি আপনাকে সাতটি বার বার পঠিতব্য আয়াত এবং মহান কুরআন দিয়েছি।'

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিব্রাইল (আঃ) উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ জিব্রাইল (আঃ) উপর দিকে এক শব্দ শুনে চক্ষু আকাশের দিকে করে বললেন, এ হচ্ছে আকাশের একটি দরজা যা পূর্বে কোন দিন খোলা হয়নি। সে দরজা দিয়ে একজন ফেরেশতা অবতীর্ণ হলেন এবং রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, 'আপনি দুটি নুরের সুসংবাদ গ্রহণ করুন যা আপনাকে প্রদান করা হয়েছে। যেটা আপনার পূর্বে কোন নবীকে প্রদান করা হয়নি। সেটা হচ্ছে সূরা ফাতিহা এবং সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত।'[৫৩]

অন্য এক প্রসিদ্ধ হাদিস থেকে জানা যায়, নবী বলেন, 'আমি তোমাকে কুরআনের এমন একটি সূরা শিখিয়ে দেবো যা গুরুত্বের দিক থেকে সবচাইতে বড়... সেটি হল আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন। আমাকে সাব'উল

৫৩. হাদিস নং ১৭৫৪, সহীহ মুসলিম, অনুঃ মাওলানা আফলাতুন কায়সার, বাংলাদেশে ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ২০১৭; আন্তর্জাতিক নম্বরঃ ৮০৬।

মাছানী বা বার বার পঠিত এই সাতটি আয়াত ও মহান কুরআন দান করা হয়েছে। যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করল না, তার সালাত অপূর্ণাঙ্গ। রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথাটি তিনবার বললেন।[৫৪]

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নামাজে ইমাম যখন غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ বলবে, তখন তোমরাও আমীন বল। কেননা যার কথা ফেরেশতার কথার সাথে মিলে উচ্চারিত হবে, তার আগের ও পরের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।[৫৫]

সুতরাং সূরা ফাতিহা শোনার পর আমীন বলা জরুরী হয়ে গেল। এর দ্বারা আগের ও পরের সব গুনাহ মাফ পাওয়ার উপায় হতে পারে।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, একবার এক সফরে আমাদের এক সাথী জনৈক গোত্রপতিকে শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁ দিয়ে সাপের বিষ ঝাড়েন এবং তিনি সুস্থ হন।[৫৬] সুতরাং সূরা ফাতিহা শুধু আল কুরআনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ এবং সালাতের আবশ্যিক সূরাই নয়, এই সূরা মানবজাতির জন্য শেফা স্বরূপ।

---

৫৪. মিশকাত, হাদিস নং ৮২৩ (আন্তর্জাতিক)।

৫৫. সহীহ আল বুখারী, হাদিস নং ৭৮০-৭৮২ (আন্তর্জাতিক)।

৫৬. হাদিস নং ২১১৫, সহীহ আল বুখারী, অনুঃ অধ্যাপক মোজাম্মেল হক, অধ্যাপক রুহুল আমীন, আব্দুল মান্নান তালিব, অধ্যাপক এ এম মোঃ মোসলেম, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮২; এছাড়াও https://www.hadithbd.com/hadith/filter/?book=12&hadith=2276 দ্রষ্টব্য।

আরবি	অর্থ
بِسْمِ	নামে
اللّٰهِ	আল্লাহ
الرَّحْمٰنِ	দয়াময়
الرَّحِيْمِ	পরম দয়ালু
اَلْحَمْدُ	সকল প্রশংসা
لِلّٰهِ	আল্লাহ
رَبِّ	পালন কর্তা
الْعَالَمِيْنَ	বিশ্বজগত
الرَّحْمٰنِ	দয়াময়
الرَّحِيْمِ	পরম দয়ালু
مَالِكِ	মালিক
يَوْمِ	দিবস
الدِّيْنِ	বিচার
إِيَّاكَ	শুধু আপনারই
نَعْبُدُ	ইবাদত করি
وَإِيَّاكَ	এবং শুধু আপনারই
نَسْتَعِيْنُ	সাহায্য প্রার্থনা করি
اِهْدِنَا	পথ প্রদর্শন করুন
الصِّرَاطَ	পথ
الْمُسْتَقِيْمَ	সরল
صِرَاطَ	পথ
الَّذِيْنَ	তাদের
أَنْعَمْتَ	আপনি নেয়ামত দান করেছেন
عَلَيْهِمْ	যাদেরকে
غَيْرِ	ব্যতীত
الْمَغْضُوْبِ	গজব নাযিল হয়েছে
عَلَيْهِمْ	যাদের উপর উপর
وَلَا	এবং না
الضَّالِّيْنَ	যারা পথভ্রষ্ট

সূরা আল ফাতিহার নিম্নরূপ বাংলা অর্থ করা হয়েছে।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি বিশ্বজগতের পালনকর্তা।

যিনি দয়াময় পরম দয়ালু।

বিচার দিনের মালিক।

শুধু আপনার ইবাদত করি এবং শুধু আপনার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।

আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন।

তাদের পথ, যাদেরকে আপনি নেয়ামত দান করেছেন,

নয়, যাদের উপর আপনার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট।

আগেই উল্লেখ করেছি, বিসমিল্লাহ আয়াতটি সূরা ফাতিহার অংশ কিনা এ নিয়ে 'আলেমগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।[৫৭] এই আয়াতটিকে সূরা ফাতিহার অংশ মনে করেননা এমন একজন 'আলেম সূরা ফাতিহার একটি সৌন্দর্য বর্ণনা করেছিলেন,[৫৮] যা এখানে উপস্থাপন করছি। সেখানে 'নেয়ামত দান করেছেন' পর্যন্ত ষষ্ঠ এবং

৫৭. আল্লামা এমাদ উদ্দীন ইবনে কাছীর, ২০১৮, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৭।

৫৮. বর্তমান সময়ের একজন প্রসিদ্ধ গবেষক নুমান আলী খান এর একাধিক ভিডিও আলোচনা থেকে নেয়া।

তার পরবর্তী অংশকে সপ্তম আয়াত গণ্য করা হয়েছে। সেভাবে সূরা আল-ফাতিহার উল্লিখিত সৌন্দর্য এখানে উপস্থাপন করছি।

সূরা আল-ফাতিহার প্রথম তিন আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের মহত্ত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। শেষের তিন আয়াতে বান্দা তার মালিক আল্লাহর নিকট তার চাওয়া উপস্থাপন করে। চতুর্থ আয়াতটি প্রথম তিন আয়াত এবং শেষ তিন আয়াতের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে।

প্রথম তিন আয়াতে আমরা বলি,

সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি বিশ্বজগতের পালনকর্তা। যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু। বিচার দিনের মালিক।

শেষ তিন আয়াতে আমরা প্রার্থনা করি, আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। তাদের পথ যাদেরকে আপনি নেয়ামত দান করেছেন। নয়, যাদের উপর আপনার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট।

চতুর্থ আয়াতে আমরা বলি, শুধু আপনারই ইবাদত করি

এবং শুধু আপনারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। এই আয়াতে দুটি অংশে রয়েছে। প্রথম অংশ, 'শুধু আপনারই ইবাদত করি' পূর্বের তিন আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ আমরা শুধু তাঁর (আল্লাহর) ইবাদত করি, যাঁর জন্য সকল প্রশংসা, যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু এবং বিচার দিনের একমাত্র মালিক।

চতুর্থ আয়াতের দ্বিতীয় অংশে আমরা বলি, 'এবং শুধু আপনারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি' যা তেলাওয়াতকারীকে শেষের তিন আয়াতের সাথে সংযুক্ত করে। অর্থাৎ এই অংশে আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করেন। তিনি যেন আমাদেরকে তাদের পথ দেখান বা দান করেন, যাদেরকে তিনি নেয়ামত দান করেছেন। তিনি যেন আমাদেরকে সেই পথগামী না করেন, যাদের উপর আল্লাহ গজব নাযিল করেছেন এবং তাদের পথও নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।



আয়াত আল-কুরসি

পবিত্র কুরআনুল কারিমে ১১৪টি সূরা রয়েছে। তার মধ্যে দ্বিতীয় সূরা হচ্ছে আল বাকারাহ। এই সূরার ২৮৬টি আয়াতের মধ্যে একটি আয়াত রয়েছে যাকে সম্পূর্ণ কুরআনের আয়াত সমূহের সরদার বলা হয়। সেই আয়াতটি হলো আয়াত আল-কুরসি।

আয়াত আল-কুরসি পবিত্র কুরআনের মধ্যে সবচাইতে মর্যাদাপূর্ণ আয়াত। রসুলাল্লাহ (সা:) বলেন এর একটি জিহবা ও দুটি ঠোঁট রয়েছে যা দিয়ে সে আরসের অধিকারীর পবিত্রতা বর্ণনা করে। এটি সহীহ মুসলিমে সংকলিত ৮১০ নং হাদিসের অংশ।

আয়াত আল-কুরসির ফজিলত সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমানিত। আবু উমামাহ (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলাল্লাহ (সা:) বলেছেন, যে কেউ আয়াত আল-কুরসি প্রত্যেক ফরজ সালাতের পরে পাঠ করলে তার মৃত্যুই আর জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য বাধা হয়ে আছে। হাদিসটি সহীহুল জামে হাদিস গ্রন্থে সংকলিত ৬৪৬৪ নং হাদিস।

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ج لَا تَاْخُذُهٗ
سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ج لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى
الْاَرْضِ قلے مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا
بِاِذْنِهٖ ج يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ صلے
وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ج
وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ صلے وَلَا
يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ج وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ۝

শব্দার্থ সমূহ

الْحَىُّ	চিরঞ্জীব
هُوَ	তিনি
إِلَّا	ছাড়া
لَآ إِلٰهَ	কোন ইলাহ নাই
اللّٰهُ	আল্লাহ
وَلَا	এবং না
سِنَةٌ	তন্দ্রা
تَأْخُذُهٗ	তাকে স্পর্শ করতে পারে
لَا	না
الْقَيُّوْمُ	সর্ব সত্তার ধারক
السَّمٰوٰتِ	আকাশ সমূহের
فِى	মধ্যে
مَا	যা কিছু
لَهٗ	তাঁরই জন্য
نَوْمٌ	ঘুম
وَمَا	এবং যা কিছু
فِى	মধ্যে
الْأَرْضِ	পৃথিবীর
إِلَّا	ছাড়া
عِنْدَهٗ	তাঁর কাছে
يَشْفَعُ	সুপারিশ করবে
الَّذِى	যে
ذَا	সে
مَنْ	কে
أَيْدِيهِمْ	তাদের সামনে
بَيْنَ	মধ্যে
مَا	যা
يَعْلَمُ	তিনি জানেন
بِإِذْنِهٖ	তাঁর অনুমতি

مِّنْ	بِشَيْءٍ	يُحِيطُونَ	وَلَا	خَلْفَهُمْ	وَمَا
হতে	সামান্য কিছু ও	তারা আয়ত্ত করতে পারে	এবং না	তাদের পেছনে	এবং যা কিছু

شَآءَ	بِمَا	إِلَّا	عِلْمِهِ
তিনি চান	যা সে বিষয়ে	এছাড়া	তাঁর জ্ঞান

وَالْأَرْضَ	السَّمٰوٰتِ	كُرْسِيُّهُ	وَسِعَ
ও পৃথিবীতে	আকাশ সমূহে	তাঁর আসন	পরিব্যাপ্ত করে আছে

وَهُوَ	حِفْظُهُمَا	يَؤُدُهُ	وَلَا
এবং তিনি	এদুইটার রক্ষণাবেক্ষন	তাঁকে ক্লান্ত করে	এবং না

الْعَظِيمُ	الْعَلِيُّ
সুমহান	সুউচ্চ (সত্তা)

হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বারের কাঠের উপর বসে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি ঘুমাবার সময় আয়াত আল-কুরসি পড়বে, আল্লাহ তাআলা তার ঘর, প্রতিবেশীদের ঘর ও তার চারপাশের ঘর-বাড়ির নিরাপত্তা দিবেন।'[৬৩] আয়াত আল-কুরসির অর্থ নিম্নরূপঃ

আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব সর্বসত্তার ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না, নিদ্রাও নয়। মহাকাশ মন্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছো এমন যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? তিনি জানেন কী আছে তাদের সামনে এবং কী আছে তাদের পেছনে। তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা পরিবেষ্টিত করতে পারে না, তিনি যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত। তার কুরসি সমগ্র আসমান ও জমিন পরিবেষ্টন করে আছে। আর সেগুলির তত্ত্বাবধান তাকে মোটেই শ্রান্ত করেনা। তিনি সর্বোচ্চ ও মহান।

৬৩. হাদিসটি ইমাম বাইহাকি রচিত শুআব উল ঈমান গ্রন্থে সংকলিত ২৩৯৫ নং (আন্তর্জাতিক) হাদিস।

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে রমজানের যাকাত হেফাজত করার দায়িত্বে নিযুক্ত করলেন। এক ব্যক্তি এসে আঁজলা ভর্তি করে (অনুমতি ছাড়া) খাদ্যসামগ্রী নিতে লাগলো। আমি তাকে পাকড়াও করলাম এবং বললাম, আল্লাহর কসম আমি তোমাকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট উপস্থিত করব। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি খুব অভাবগ্রস্ত। আমার জিম্মায় আমার পরিবারের দায়িত্ব রয়েছে এবং আমার প্রয়োজন তীব্র। তিনি বলেন, আমি ছেড়ে দিলাম। যখন সকাল হলো, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু হুরাইরাহ, তোমার রাতের বন্দি কি করলে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে তার তীব্র অভাব ও পরিবার-পরিজনের কথা বলায় তার প্রতি আমার দয়া হয়, তাই তাকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। তিনি বললেন, সাবধান! সে তোমার কাছে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে।... আমি বুঝতে পারলাম সে আবার আসবে। কাজেই আমি তার অপেক্ষায় থাকলাম। সে এলো এবং আঁজলা ভরে খাদ্যসামগ্রী নিতে লাগলো। আমি ধরে ফেললাম এবং বললাম, আমি তোমাকে

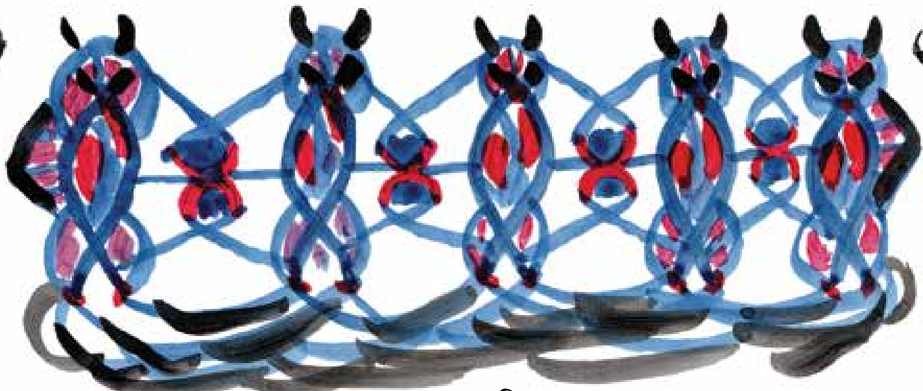
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে যাব। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন। কারণ আমি খুবই দরিদ্র এবং আমার উপর পরিবার-পরিজনের দায়িত্ব ন্যস্ত, আমি আর আসব না। তার প্রতি আমার দয়া হলো এবং আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকাল হলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু হুরাইরাহ? তোমার বন্দি কি করলে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে তার তীব্র প্রয়োজন এবং পরিবার-পরিজনের কথা বলায় তার প্রতি আমার দয়া হয়। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। তিনি বললেন, খবরদার! সে তোমার কাছে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে। তাই আমি তৃতীয়বার তার অপেক্ষায় রইলাম। সে আবার আসলো এবং আঁজলা ভরে খাদ্য সামগ্রী নিতে লাগলো। আমি তাকে পাকড়াও করলাম এবং বললাম আমি তোমাকে রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অবশ্যই নিয়ে যাব। এই হলো তিনবারের শেষবার। প্রতিবার তুমি বলো যে আর আসবেনা। কিন্তু তুমি আবার আসো। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দেব যা দিয়ে আল্লাহ তোমাকে উপকৃত করবেন। আমি বললাম সেটা কী? সে বলল, যখন

তুমি রাতে শয্যায় যাবে, তখন আয়াত আল-কুরসির শেষ পর্যন্ত পড়বে। তখন আল্লাহর তরফ থেকে তোমার জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত হবে এবং ভোর পর্যন্ত শয়তান তোমার কাছে আসতে পারবে না। কাজেই আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। ভোর হলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, গত রাতে তোমার বন্দি কি করল? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে আমাকে বলল, সে আমাকে কয়েকটি বাক্য শিক্ষা দেবে যা দিয়ে আল্লাহ আমাকে লাভবান করবেন।

তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। তিনি আমাকে বললেন এই বাক্যগুলি কী? আমি বললাম, সে আমাকে বলল, যখন তুমি শয্যায় শুতে যাবে, তখন আয়াত আল-কুরসির প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত পড়বে এবং সে আমাকে বলল, এতে আল্লাহর তরফ থেকে তোমার জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত থাকবেন এবং ভোর পর্যন্ত তোমার নিকট কোন শয়তান আসতে পারবে না। রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, একথাটিতো সে তোমাকে সত্য বলেছে! কিন্তু হুশিয়ার, সে মিথ্যুক। হে আবু হুরাইরাহ! তুমি কি জানো, তিন রাত

ধরে তুমি কার সাথে কথাবার্তা বলেছিলে? আবু হুরাইরাহ বললেন, না। তিনি বললেন, সে ছিল শয়তান।[৬৪] সুতরাং ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ লাভে আয়াত আল-কুরসির আমল একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেক মূল্যবান আমল। এটি আল-কুরআনে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের দান করা অতি দামি একটি খাজানা। আল্লাহ্ তা'আলা সকলকে আয়াত আল-কুরসির আমল করার মাধ্যমে নিরাপত্তা ও কল্যাণ লাভ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

৬৪. এই হাদিসটি সহীহ বুখারী গ্রন্থে ২৩১১ নং (আন্তর্জাতিক) হাদিস হিসেবে সংকলিত হয়েছে।





নিরাপত্তার জন্য যে তিন সূরার আমল যথেষ্ট

রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক্ব এবং সূরা নাস তিনবার করে পড়বে, এগুলি তার সবকিছুর জন্য বা তার নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট হবে।[৬৩]

সূরা ইখলাস

সূরাটি আল-কুরআনের ১১২ নম্বর সূরা। চার আয়াতের একটি ছোট সূরা হলেও ভাবের দিক থেকে এটিকে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ বলা হয়েছে। ইখলাস অর্থ নিরেট বিশ্বাস বা খাঁটি আনুগত্য। অন্য কথায় শিরক থেকে মুক্ত হয়ে তাওহীদ বা আল্লাহর উপর বিশ্বাসী হওয়াকে ইখলাস বলে।

মুশরিকরা রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর বংশ পরিচয় বা শুধু পরিচয় জিজ্ঞেস করার প্রেক্ষিতে এই সূরা নাযিল হয়েছিল। যে কারণে সূরা ইখলাস আল্লাহর পরিচয়কে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছে।

---

৬৩. এই হাদিসটি সুনানে তিরমিযী গ্রন্থে ৩৫৭৫ নং (আন্তর্জাতিক) হাদিস হিসেবে সংকলিত হয়েছে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ◇ اللَّهُ الصَّمَدُ ◇

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ◇

وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ◇

قُلْ	هُوَ	اللّٰهُ	أَحَدٌ	اَللّٰهُ	الصَّمَدُ
বলো	তিনি	আল্লাহ	এক অদ্বিতীয়	আল্লাহ	অমুখাপেক্ষী

لَمْ	يَلِدْ	وَلَمْ	يُولَدْ
নাই/ নি	তিনি জন্মদেন	এবং নাই/নি	তাঁকেজন্ম দেয়া হয়

وَلَمْ	يَكُنْ	لَّهُ	كُفُوًا	أَحَدٌ
এবং	হয়	তাঁর	সমতুল্য	কেউই একজন ও

সূরা আল-ফালাক্ব

কুরআনুল কারীমের ১১৩ তম সূরা হচ্ছে সূরা আল-ফালাক্ব। এই সূরাতে আয়াত ৫ টি। শয়তানের আক্রমণ ও জাদুটোনার অনিষ্ট থেকে মুক্তি থাকতে এই সূরাটি আল্লাহর মেহেরবানীতে একটি অন্যতম নেয়ামত। সূরাটিতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে তাঁর কাছে আশ্রয় চাওয়ার ভাষা শিখিয়ে দিয়েছেন।





بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝

وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۝

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝



قُلْ	বলো
أَعُوذُ	আমি আশ্রয় চাই
بِرَبِّ	স্রষ্টার নিকট
الْفَلَقِ	প্রভাতের
مِن	হতে
شَرِّ	অনিষ্ট
مَا	যা
خَلَقَ	তিনি সৃষ্টি করেছেন
وَمِن	এবং হতে
شَرِّ	অনিষ্ট
غَاسِقٍ	রাতের অন্ধকারের
إِذَا	যখন
وَقَبَ	তা গভীর হয়
وَمِن	এবং হতে
شَرِّ	অনিষ্ট
النَّفَّٰثَٰتِ	ফুঁকদানকারীর
فِي	মধ্যে
الْعُقَدِ	গিট গুলোর
وَمِن	এবং হতে
شَرِّ	অনিষ্ট
حَاسِدٍ	হিংসুকের
إِذَا	যখন
حَسَدَ	সে হিংসা করে

বল আমি আশ্রয় চাচ্ছি সকাল বেলার রব এর। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট হতে। আর অন্ধকার রাতের অনিষ্ট হতে যখন তা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। এবং গিরায় ফুংকারকারিনীদের অনিষ্ট হতে। এবং হিংসুকের অনিষ্ট হতে যখন সে হিংসা করে।

সূরা নাস

সূরাটি পবিত্র কুরআনুল কারীমের (১১৪) তম বা শেষ সূরা। এতে ৬ টি আয়াত রয়েছে। প্রথম তিন আয়াতে আল্লাহর প্রশংসা করা হয়েছে। শেষের তিন আয়াতে জ্বিন ও মানুষরূপী শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় চাওয়ার প্রার্থনা শেখানো হয়েছে।



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝

مَلِكِ النَّاسِ ۝

إِلٰهِ النَّاسِ ۝

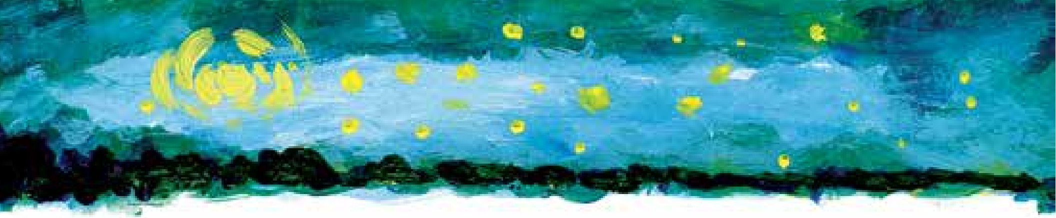
مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝

الَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ النَّاسِ ۝

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

শব্দার্থ সমূহ

قُلْ	أَعُوذُ	بِرَبِّ	النَّاسِ	
বল	আমি আশ্রয় চাই	রবের নিকট	মানুষের	
مَلِكِ	النَّاسِ	إِلَٰهِ	النَّاسِ	
মালিক	মানুষের	ইলাহ	মানুষের	
مِنْ	شَرِّ	الْوَسْوَاسِ	الْخَنَّاسِ	
হতে	অমঙ্গল	কুমন্ত্রনার	আত্মগোপন কারীর	
الَّذِى	يُوَسْوِسُ	فِى	صُدُورِ	النَّاسِ
যে	কুমন্ত্রনা দেয়	মধ্যে	অন্তরসমূহের	মানুষের
مِنَ	الْجِنَّةِ	وَالنَّاسِ		
মধ্যে হতে	জ্বিনের	ও মানুষের		



অর্থ হচ্ছে,

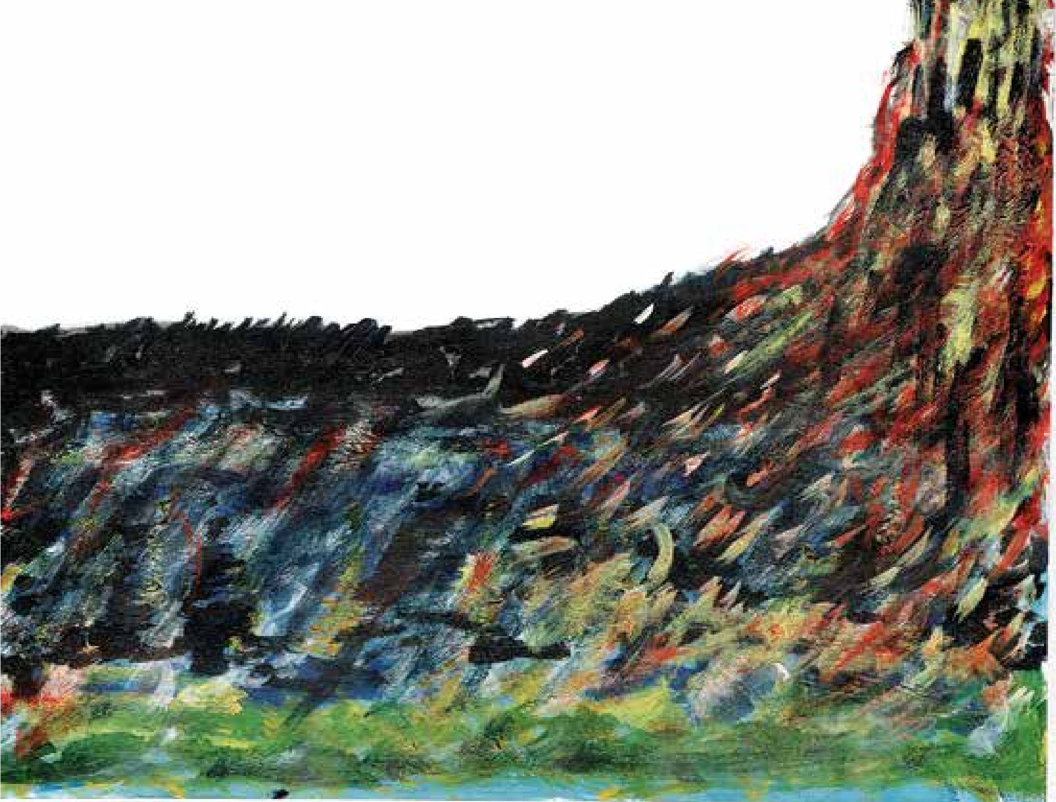
‘বলুন আমি আশ্রয় চাই মানুষের রবের কাছে। মানুষের মালিকের কাছে। মানুষের ইলাহর কাছে। তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে। যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে। জ্বিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে।‘

হযরত মা আয়েশা (রা:) বর্ণনা করেন, রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি রাতে যখন ঘুমোতে যেতেন, তখন নিজের উভয় হাত একসঙ্গে মিলাতেন। তারপর সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস পড়তেন এবং উভয় হাতে ফুঁক দিতেন। তারপর দেহের যতটুকু অংশ সম্ভব হাত বুলিয়ে নিতেন। তিনি মাথা, মুখমন্ডল ও শরীরের সামনের অংশ থেকে শুরু করতেন। তিনি এরূপ তিনবার করতেন।[৬৭]

৬৭. সহীহ বুখারী গ্রন্থে ৫০১৭ নং (আন্তর্জাতিক) এবং সুনানে আবু দাঊদ গ্রন্থে ৫০৫৮ নং (আন্তর্জাতিক) হাদিস হিসেবে সংকলিত হয়েছে।

একবার একজন ইহুদী রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর জাদু করেছিল। হযরত জিব্রাইল (আঃ) নবীজীকে জানিয়ে দিলেন, যে জিনিস দিয়ে যাদু করা হয়েছে, তা একটি কুপের নিচে পাথর চাপা দেয়া রয়েছে। রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোক পাঠালেন এবং তাঁরা সেখানে গিয়ে কয়েকটি গিরা পেয়েছিলেন। তখন সূরা নাস ও ফালাক্ব একসঙ্গে পড়ে ফুঁক দেয়া হলে গিরা গুলি খুলে যায় এবং নবীজী সুস্থ হয়ে বিছানা থেকে ওঠেন।

সুতরাং এই তিনটি সূরা বান্দার নিরাপত্তার জন্য আল্লাহর দেয়া খাজানা।





অন্য দুটি সূরা

নিরাপত্তা লাভের উদ্দেশ্যে অন্য দুটি সূরার আমল গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমটি সূরা মুলক। এবং অপরটি সূরা কাহাফ। সূরা মুলকের আমল থেকে বান্দা তার কবরের জীবন এবং বিচার দিনে নিরাপত্তা লাভ করতে পারে। সূরা কাহাফ এর আমল দ্বারা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ লাভের সাথে দাজ্জালের ফেতনা থেকে নিরাপদ থাকার উপায় রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু সালামের দেয়া শিক্ষা থেকে জানতে পারি।

হাদিসে বর্ণিত সূরা দুটির কল্যাণ এখানে উল্লেখ করছি।

সূরা মুলক কুরআনুল কারীমের ৬৭ তম সূরা যার মোট আয়াত সংখ্যা ৩০। রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার একান্ত কামনা যে, এই সূরাটি আমার প্রত্যেক উম্মতের অন্তরে গেঁথে থাকুক। অর্থাৎ মুখস্ত থাকুক।[৬৮] আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কুরআন মজীদে ৩০ আয়াত বিশিষ্ট একটি সূরা রয়েছে, যা তার তিলাওয়াতকারীকে ক্ষমা করে দেয়ার আগ পর্যন্ত

৬৮. আল্লামা এমাদ উদ্দীন ইবনে কাছীর, ২০১৮, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪।

তার জন্য সুপারিশ করতেই থাকবে। আর সূরাটি হল

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ

এ হাদিসটি ইবনে মাজাহ, তিরমিযী, আবু দাঊদে সংকলিত হয়েছে।[৬৯]

অপর হাদিস থেকে জানতে পারি, রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি নিয়মিত সূরা মুলক এর তিলাওয়াতের আমল করবে, সে কবরের আজাব থেকে মুক্তি পাবে। এই হাদিস আল-নাসাঈ এবং সহীহ আল-তারগীব ওয়াল-তারহীব গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।[৭০]

অপর সূরাটি হলো সূরা কাহাফ। এটি কুরআনুল কারীমের (১৮) নম্বর সূরা। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহাফ যেমনভাবে নাযিল হয়েছে, তেমনভাবে পড়বে, তার জন্য কেয়ামতের দিন সেটা নূর হবে।[৭১] হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি জুমার দিন সূরা কাহাফ পাঠ করবে, সে আট দিন পর্যন্ত সর্বপ্রকার বিপদ থেকে রক্ষা পাবে।'[৭২] আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম ১০ আয়াত মুখস্ত করবে, সে দাজ্জালের ফেতনা থেকে হেফাজত থাকবে।[৭৩]

---

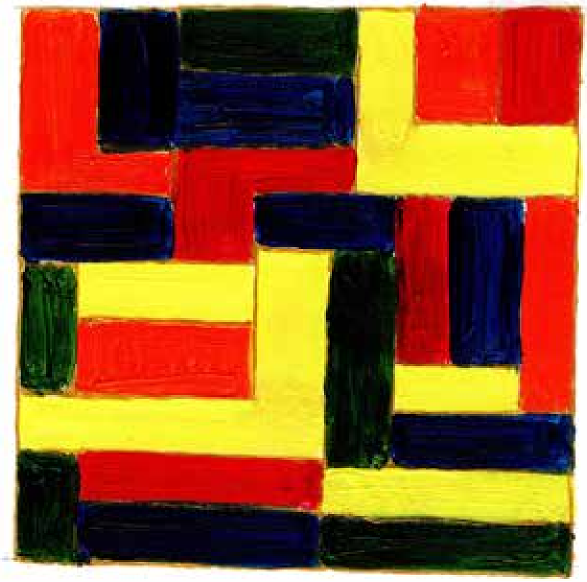
৬৯. সুনানে আবু দাঊদ, হাদিস নং ১৪০০ (আন্তর্জাতিক); সুনানে তিরমিযী, হাদিস নং ২৮৯১ (আন্তর্জাতিক); ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৩৭৮৬ (আন্তর্জাতিক)।

৭০. আল-নাসাঈ, হাদিস নং ৬/১৭৯; মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আল-বানী, সহীহ আল তারগীব ওয়াল তারহীব, হাদিস নং ১৪৭৫(আন্তর্জাতিক)।

৭১. শুআবুল ঈমান, হাদিস নং ২২২১ (আন্তর্জাতিক); আল্লামা এমাদ উদ্দীন ইবনে কাছীর, ২০১৮, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯১১ (অন্য সূত্রে অনুরূপ হাদিস দ্রষ্টব্য)।

৭২. আল্লামা এমাদ উদ্দীন ইবনে কাছীর, ২০১৮, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯১১।

৭৩. সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ৮০৯ (আন্তর্জাতিক); সুনান আবু দাঊদ, হাদিস নং ৪৩২৩ (আন্তর্জাতিক)।



رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ
حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

অর্থঃ হে রাব্বুল আলামিন! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন।

এটা সূরা আল বাকারার (২০১) নম্বর আয়াতের অংশ যার মাধ্যমে আল্লাহ আমাদেরকে কল্যাণ ও নিরাপত্তা লাভ করার দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন। রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মিত এই দোয়াটি পাঠ করতেন।[৭৪] হজ্বের তাওয়াফ এর সময় তিনি এই দোয়া করতেন। জানা যায়, রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকন জামাহ এবং রুকন আসওয়াদ এর মাঝে এই দোয়াটি করতেন।[৭৫] এছাড়াও জানা যায়, রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন দোয়া করতেন, তিনি এই দোয়াটি করতেন।[৭৬]

৭৪. সহীহ মুসলিম, হাদিস ৬৮৪১ নং (আন্তর্জাতিক।
৭৫. আলামা এমাদ উদ্দীন ইবনে কাছীর, ২০১৮, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৬৬।
৭৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৬৬।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ
عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই আপনার নেয়ামতের বিলুপ্তি, আপনার অনুকম্পার পরিবর্তন, আকস্মিক শাস্তি এবং আপনার সব ক্রোধ থেকে।

ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিভিন্ন দোয়ার মধ্যে এই দোয়া অন্যতম। হাদিসটি সুনান আবু দাঊদে সংকলিত।[৭৭]

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নেয়ামত এর বিলুপ্তি, অনুকম্পার পরিবর্তন, আকস্মিক শাস্তি আর যে কোন প্রকারের ক্রোধের থেকে বড় বিপদ আর কী হতে পারে?!

৭৭. হাদিস নং ১৫৪৫ (আন্তর্জাতিক)।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ
مِنْ شُرُوْرِهِمْ

অর্থ: হে আল্লাহ! আমরা তোমাকে তাদের মোকাবিলায় নিয়োজিত করছি এবং তাদের ক্ষতি থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।

আবু দাঊদ এবং নাসায়ী গ্রন্থে সংকলিত এই দোয়াটি মানুষ বা কোন জাতির ক্ষতি থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখার জন্য একটি সহীহ আমল।

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّآمَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ
وَّهَآمَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَّآمَّةٍ

অর্থ: আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কলেমার দ্বারা সব শয়তান. বিষধর জন্তু ও কুদৃষ্টি থেকে আশ্রয় চাইছি।

বুখারীর ৩৩৭১ নং হাদিস থেকে জানা যায়, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসান ও হুসাইন (রাঃ) এর জন্য এই দোয়া পাঠ করে আল্লাহর আশ্রয় চাইতেন।

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

অর্থঃ আল্লাহর নামে, আল্লাহর উপর ভরসা করছি, নেই কোনো ক্ষমতা, নেই কোন শক্তি আল্লাহ ছাড়া।

সুনান আবু দাঊদ[৭৯] এবং তিরমিযী[৮০] গ্রন্থে সংকলিত এই দোয়াটি বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময়ের একটি মূল্যবান আমল।

বিষয়বস্তু হচ্ছে, আল্লাহর নামে আল্লাহর উপর ভরসা করে বের হওয়া। তিনি ছাড়া আর কোন শক্তি নেই। কারো কোনো ক্ষমতা নেই। এই স্বীকারোক্তির মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তার আবেদন পেশ করে থাকে।

৭৯. হাদিস নং ৫০৯৫ (আন্তর্জাতিক)।
৮০. হাদিস নং ৩৪২৬ (আন্তর্জাতিক)।



بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

অর্থঃ আল্লাহর নামে, যাঁর নামের সাথে জমিনে-আসমানে কোনকিছুই কোন ক্ষতি করতে পারে না এবং তিনি মহাশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী।

ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রাঃ) বলেন রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা এই দোয়া তিনবার পাঠ করবে, তাকে ঐদিন ও ঐ রাতে কোন বিপদ আক্রান্ত করবে না। এই বর্ণনাটি আবু দাঊদ গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।[৮১]

৮১. হাদিস নং ৫০৮৮ (আন্তর্জাতিক)।

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোন ভরসা নেই, কোনো ক্ষমতা বা শক্তি নেই।

এই কথাটি জান্নাতের অন্যতম ধন ভান্ডার। বুখারী, মুসলিম, আবু দাঊদ ও তিরমিযী গ্রন্থের হাদিস থেকে তা প্রমাণিত।[৮২]

জান্নাতের অন্যতম ধন ভান্ডার থেকে কী কী কল্যাণ লাভ করা সম্ভব, সে বিষয়ে চিন্তা করতে গিয়ে এটাই বুঝেছি, সে কল্যাণের ব্যাপ্তির ধারণা করা আমার চিন্তা বা কল্পনাশক্তির সাধ্যের বাইরে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন আমাদেরকে জান্নাতের এই অন্যতম খাজানা থেকে কল্যাণ লাভ করার তাওফীক দান করেন।

৮২. সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৬৩৮৪, ৬৪০৯ (আন্তর্জাতিক); সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ৬৭৫৬, ৬৭৫৭ (আন্তর্জাতিক); তিরমিযী, হাদিস নং ৩৩৭৪, ৩৪৬১ (আন্তর্জাতিক); সুনান আবু দাঊদ, হাদিস নং ১৫২৬ (আন্তর্জাতিক)।



সেখানে অনেক শান্তি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বাইতুল্লাহকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। সূরা আল-ইমরানের ৯৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তাতে রয়েছে সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহ, মাকামে ইব্রাহিম। আর যে তাতে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ হয়ে যাবে এবং সামর্থ্যবান মানুষের উপর আল্লাহর জন্য বায়তুল্লাহর হজ্ব করা ফরজ। আর যে কুফরী করে, তবে আল্লাহ তো নিশ্চয় সৃষ্টিকুল থেকে অমুখাপেক্ষী।'

একটি হাদিস উল্লেখ করি। রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, পৃথিবীর কোন শহর ও জনপদ দাজ্জালের ফেতনা থেকে নিরাপদ থাকবে না; কিন্তু সে মক্কা ও মদিনা নগরীতে প্রবেশ করতে পারবে না।[৮৩]

আমার এই বইয়ের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল নিরাপত্তা ও কল্যাণের ধারণা। বইয়ের শুরুতে যে চিত্রটি দেখেছেন, অনেকেই বুঝেছেন, সেটি আরব তথা মিশরের 'হেকা ও নেখাকা' এর অনুকরণে কিছুটা পরিবর্তন করে অঙ্কিত। ফারাওরা তাদের হাতে এ দুটি ধারণ করে দাবি করত, তারাই কর্তৃত্ব ও সমৃদ্ধি বা নিরাপত্তা ও কল্যাণের ধারক-বাহক। কিন্তু মানুষ কি কোনোকালে পরমুখাপেক্ষীতাকে অতিক্রম করতে পেরেছিল? পারেনি। কাজেই তাদের সে দাবী সর্বৈব মিথ্যা ছিল। প্রকৃত নিরাপত্তা ও কল্যাণ কেবলমাত্র আল্লাহর কর্তৃত্বাধীন। আমি নিরাপত্তা ও কল্যাণের জন্য একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের মুখাপেক্ষী। তাঁর কাছেই চাই নিরাপত্তা। চাই ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ।

---

৮৩. সহীহ বুখারী, হাদিস নং ১৭৮২ (আন্তর্জাতিক); সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ২৯৪৩ (আন্তর্জাতিক)।



حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ

এসো কল্যাণের পথে।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

বাংলা উৎসঃ

আশরাফ আলী লাখনুবী, খাজা, আদি ও আসল নকসে সোলায়মানী (১-৪ খন্ড), অনুঃ মাওলানা বদিউল আলম সাহেব, মোহাম্মদী কুতুবখানা, ঢাকা।

ইবনে কাছীর, আল্লামা এমাদ উদ্দীন, তাফসীর ইবনে কাছীর (১-৮ খন্ড), অনুঃ হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, আল কোরআন একাডেমী পাবলিকেশন্স, জুলাই ২০১৮।

ইয়াহইয়া আন-নববী, ইমাম মুহিউদ্দীন, রিয়াদুস সালেহীন, অনুঃ মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মাদ আলী, মাওনালা মুহাম্মদ মূসা, মাওনালা শামছুল আলম খান, বাংলাদেশে ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, মার্চ ২০১২।

মিশরী, মাওলানা আবু সাঈদ, আদি ও আসল সোলেমানী যাদু তাবিজের কিতাব ও মিশরীয় কারামাত, (১-৭ খন্ড), অনুঃ মাওলানা মোহাম্মদ মোফাজ্জল হোসেন খান, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ঢাকা, ২০০৯।

হাবিবুর রহমান, মাওলানা মুহাম্মদ, শব্দে শব্দে আল কুরআন, (১-১৪ খন্ড), সম্পাদনাঃ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, জুলাই ২০১২।

সহীহ আল বুখারী (১-৪ খন্ড), অনুঃ অধ্যাপক মোজাম্মেল হক, অধ্যাপক রুহুল আমীন, আব্দুল মান্নান তালিব, অধ্যাপক এ এম মোঃ মোসলেম, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮২।

সহীহ মুসলিম (১-৩ খন্ড), অনুঃ মাওলানা আফলাতুন কায়সার, বাংলাদেশে ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ২০১৭।

সুনান আবু দাঊদ (১-৬ খন্ড), অনুঃ মাওলানা সাঈদ আহমদ, বাংলাদেশে ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ২০১২।

ইংরেজী উৎসঃ

Ahmadreza Afshar, Md., Aziz Ahmadi, Md., The Hand in Art: Hamsa Hand, JHS, Vol 38A, April 2013, Pp. 779-780.

Al-Kaheel, Abdul Daem, The Marvels of the Number Seven in the Noble QurÕan (ebook), Retrieved from http://kaheel7.com/eng/index.php/numeric-miracle/449-free-book-the-marvels-of-the-number-seven, on 20.09,2017.

Andrews, Carol, Amulets of Ancient Egypt, British Museum Press, London, 1994.

Assmann, Jan, The Search for God in Ancient Egypt, Tr. David Lorton, Cornell University Press, New York, 2001.

Audsley, W.&G., Handbook of Christian Symbolism, Day and Son Limited, London.

Blank, Jonah, Mullahs on the Mainframe: Islam and Modernity Among the Daudi Bohras, The University of Chicago Press, Chicago, 2001.

Cycleback, David, A Brief Introduction to Ancient Counting Systems for the non-Mathemarician, Hamerweit Books, 2014.

Dashti, Naseer, An Exploration of the Cultural Context and Consequences of Perceptions of Illness and Health Seeking Behavior of the Baloch, PhD Thesis, University of Greenwich, 2007.

Dundes, Alan (ed.), The evil eye: a casebook, University of Wisconsin Press, Madison, 1992.

Elliot, John H., Beware the Evil Eye Volume 4: The Evil Eye in the Bible and the ancient World, Cascade Books, Oregon, 2017.

Frutiger, Adrian, Signs and Symbols: Their Design and Meaning,

Andrew Bluhm (Tr.), Van Nostrand Reinhold, New York, 1989.

Gonda, Jan, The Indian Mantra, Oriens, Vol. 16, 1963, Pp. 244–297.

Gopinatha Rao, T. A., Elements of Hindu Iconography, Volume 2, Motilal Banarsidass, ISBN 978-8120808775, 1993.

Gruber, Christiane, Power and Protection: Islamic Art and Supernatural, Ashmolean Museum, Oxford, 2016.

Kalim Kashmiri, Fadlur Rahman, The Many Shades of Shirk, Tr. Khola Hasan, Darussalam Publishers and Distributors, Riyadh.

Khalifa, Rashad, Quran: Visual Presentation of the Miracle, Mosque of Tucson, Arizona, 1982.

Lafrate, Allegra, The Wandering Throne of Solomon: Objects, Tales of Kingship in the Medieval Mediterranean, Brill, Danvers, 2015.

M.D., Thomas Inman, Ancient Pagan and Modern Christian Symbolism, John Newton (ed.), Fourth edition, New York, 1884.

Mason, Brian, Tabulation and Discussion of Elemental Abundances in the Different Classes of Stony and Iron Meteorites, and in Their Constituent Minerals, Chapter B. Cosmochemistry Part 1. Meteorites, in Michael Fleischer (Ed.), Data of Geochemistry, Geological Survey Professional Paper, United States Government Printing Office, Washington, 1979.

Mathers, S. Liddell Macgregor, The Key of Solomon the King, George Redway, London, 1889.

Michigan State Police, Occult Criminal Investigation: Reference Material, November, 1988.

Miranda Bruce, Mitford, The Illustrated Book of Signs & Symbols, DK Publishing, New York, 1996.

Nozeder, Adele, Element Encyclopedia of Secret Signs and Symbols: the Ultimate A-Z Guide from Alchemy to Zodiac, HarperCollins E-Books.

O Hussain, Nussrat, and Dein, Simon, An exploration of spiritual healing methods amongst the south-asian muslim community in the north of England, Journal of Historical Archaeology & Anthropological Sciences, Volume 3 Issue 2:2018, Pp. 158-169.

Oliver C. Farrington, The Worship and Folk-Lore of Meteorites, The Journal of American Folklore , Jul. - Sep., 1900, Vol. 13, No. 50 (Jul. - Sep., 1900), Pp. 199-208

Sayed, Dr. Nafisa Ali, The Hand of Hamsa: Interpretation across the Globe, Research on Humanities and Social Sciences, Vol.6, No. 20, 2016, Pp. 23-26.

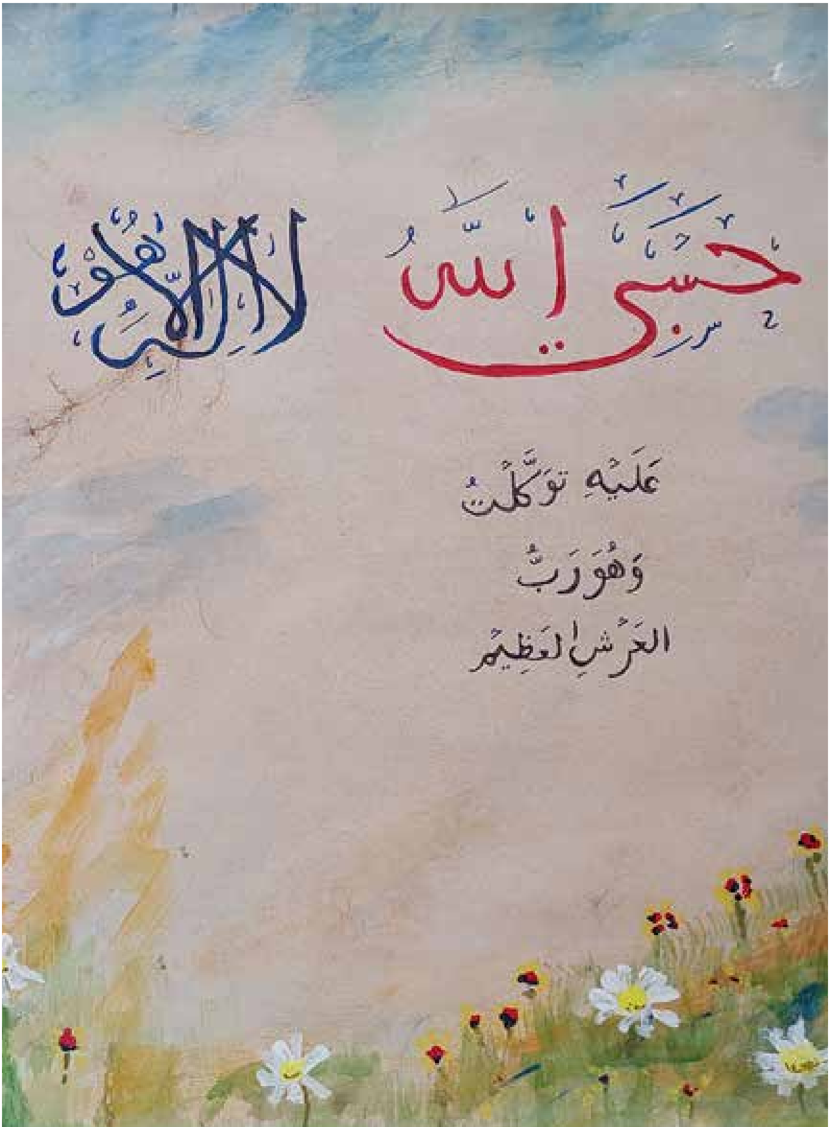
Theissen, Gerd (1983 [1974]): The Miracle Stories of the Early Christian Tradition (F. McDonagh, Trans.). Philadelphia, PA: Fortress Press.

Toomer, G. J. , ed., Apollonius Conics Books V to VII: The Arabic Translation of the Lost Greek Original in the Version of the Banu Musa, Vol. 1, Springer, Rhode Island, 1990.

Verheyden, Joseph, ed., The Figure of Solomon in Jewish, Christian and Islamic Tradition, king, Sage and Architect, Leiden: Brill, 2012.

Vigfusson, Geir, Huld Manuscript, Tr. Justin Foster, Reykjavik, 1860.

Yaacov Shavit, An Imaginary Trio: King Solomon, Jesus and Aristotle, De Gruyter, 2020.


حسبي الله
لا إله إلا هو
عليه توكلت
وهو رب
العرش العظيم

অধ্যাপক মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনিস্টিটিউট এ কর্মরত আছেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ, এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। এছাড়াও তিনি ইয়ংশপিং ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস স্কুল, সুইডেন থেকে এমএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন।

বাংলার বিভিন্ন সময়ের মুদ্রা নিয়ে তাঁর লেখা প্রথম বই "Understanding the Coins of Bengal: Ancient to Early Modern Period" ২০১৯ সালে ভারতের দিল্লীস্থ মনোহর পাবলিশার এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউটরস প্রকাশ করে।

এরপর তাঁর রচিত বাংলার সুলতানি আমলের মুদ্রা বিষয়ক "The Sultanate Period Coins of Bengal" বইটি ২০২০ সালে ঢাকার ব্ল্যাক এন অরেঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয়।

২০২২ সালে ছায়াবীথি প্রকাশনী তাঁর রচিত দু'টি বই প্রকাশ করে যার একটি বাংলাদেশের শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা নিয়ে তথ্য উপাত্ত সহ লেখা "A Lonely Walk in the Dhaka Stock Exchange" এবং অপরটি ঊনবিংশ শতাব্দিতে যশোরের আদালতে জমিদারি সংক্রান্ত বিভিন্ন আর্জির নথি নিয়ে "নথিতে যশোরের জমিদারি: খ্রিষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দি"।

ব্যবসায় প্রশাসন নিয়ে লেখালেখি ছাড়াও তাঁর মুদ্রা বিষয়ক লেখাগুলি বিশ্বের বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। মুদ্রা গবেষণা নিয়ে তাঁর কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ লন্ডন ভিত্তিক Council of the Oriental Numismatic Society ২০১৮ সালে তাঁকে 'অশোকা পুরস্কার' এ ভূষিত করে।